NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ তাইহোকু থেকে নৈমিষারণ্য ঘরে ফিরেছিলেন যোদ্ধা-সন্ন্যাসী

মনে হচ্ছে ত্রেতা যুগে ফিরে গিয়েছি: যোগী আদিত্যনাথ ৭

কলকাতা ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ ৮ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২২২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 23.1.2024, Vol.17, Issue No. 222, 8 Pages, Price 3.00

অযোধ্যায় রচিত নয়া ইতিহাস

মোদির হাতে প্রাণ পেলেন শিশু রাম

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি: ৫০০ বছর পর ঘরে ফিরলেন রামলালা। রচিত হল নতুন ইতিহাস। অযোধ্যায় বিরাজমান রামলালা। গুনে গুনে ঠিক ৮৪ সেকেন্ড। তার মধ্যেই সম্পন্ন হল অযোধ্যার রামমন্দিরে রামের বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সোমবার ঠিক বেলা ১২টা বেজে ২৯ মিনিট ৩ সেকেন্ডে 'অভিজিৎ মুহূর্ত' শুরু হয়। পবিত্র এই মুহূর্ত স্থায়ী ছিল ১২টা বেজে ৩০ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড পর্যন্ত। তার মধ্যেই রামলালার বিগ্রহে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন প্রধানমন্ত্রী।

সরযূ তটে ভক্তি ও আবেগের সঙ্গম। মন্ত্রোচ্চারণে প্রধান যজমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে প্রাণ পেল শিশু রাম। অনুষ্ঠানে তারকা সমাগম। উৎসবের অযোধ্যায় এক হয়ে গেল রাজনীতি থেকে শিল্প ও বিনোদন জগৎ। একইভাবে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আবেগে ভাসল গোটা দেশ। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' ৮৪ সেকেন্ডে হলেও অযোধ্যার রামমন্দিরে সমগ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি চলল এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে। ১২টা ৫ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মোদি অবশ্য অযোধ্যা পৌঁছেছিলেন সাড়ে দশটার কিছু পর। সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে অযোধ্যার বাল্মীকি বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল তাঁর। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে অযোধ্যার হেলিপ্যাডে পৌঁছন। ১০টা ৫৫ মিনিটে রামমন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছনোর কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। বেলা ১২টার পরে শুরু হয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান। রামলালাকে যে মুকুট পরানো হবে তা হাতে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। শুরু হয় প্রাণপ্রতিষ্ঠার আচার। অবশেষে মাহেন্দ্রক্ষণে রামলালার মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। নিয়ম মেনে হয় পুজোর আচার। পুজো শেষে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে, চামড় দুলিয়ে আরতি করেন মোদি। পুজো শেষে রামলালার প্রদক্ষিণ করেন। শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন রামলালাকে। পুরো পুজো পদ্ধতি পালনের সময় প্রধানমন্ত্রীর পাশে ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ, আনন্দিবেন প্যাটেল, মোহন ভগবত। এদিন জন সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পর, অযোধ্যায় ভগবান শিবের পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ফুল দেন জটায়ু পাখিকেও। পাশাপাশি, বিশিষ্টদের শ্রদ্ধা জানান মোদি।

সব ধর্মাবলম্বী মানুষকে নিয়ে শহরে সংহতি মিছিল মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামমন্দির উদ্বোধনের দিনই বাংলায় হল সংহতি মিছিল। মিছিলের পর সভা থেকে সবধর্মকে নিয়ে একসঙ্গে চলার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব। দেশকে টুকরো হতে দেব না। এটাই আমাদের শপথ।' মমতা বলেন, ভোটের আগে ধর্মে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাকেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন রামমন্দির উদ্বোধনের দিনেই সংহতি মিছিল ও সভার। সেই মতো এদিন সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বুকে মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন মমতা। এরপর মসজিদ, গুরুদ্বার যান তিনি। এর পরই ধর্মীয় ভেদাভেদ না করে সব ধর্মের মানুষকে একসঙ্গে চলার বার্তা দেন তিনি। বলেন, 'অনুষ্ঠান শুরুর আগে নকুলেশ্বর মন্দির গেলাম, জগন্নাথ মন্দিরে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম মা কালীর কাছে। কালীঘাটে ১৬৫ কোটি টাকা আমরা খরচ করছি। ২-৩ মাসে কাজ শেষ হয়ে যাবে। গুরুদ্বার, চার্চ ও মাজারে গিয়েও সম্মান জানিয়েছি। আমার পথে যতটা তীর্থস্থান পড়েছে আমি চেষ্টা করেছি সম্মান জানানোর। কারণ, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মিছিল ছিল এটা।'

রামমন্দির প্রসঙ্গে মমতা বললেন, 'আমি রামের বিরুদ্ধ নই। রাম-সীতাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তোমরা তো কই সীতার কথা বল না! তোমরা কি নারীবিরোধী? সীতা না থাকলে রাম হয় না। আর কৌশল্যা দেবী না থাকলে, মা না থাকলে রামের জন্ম হয় না। মায়েরাই জন্ম দেয়। ১৪ বছর বনবাসে সীতাই রামের সঙ্গে ছিলেন। আবার তাঁকে নিজেকে প্রমাণ করতে অগ্নিপরীক্ষাও দিতে হয়েছিল। আমরা জানি। আমরা তাই নারীশক্তি দুর্গার পুজো করি। রামই সেই দুর্গার পুজো করেছিলেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে।'

মমতার কথায়, 'ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে চলার জন্য বাংলার মানুষকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তবেই দেশ বাঁচবে, সর্ব ধর্ম বাঁচবে।' এদিন ফের বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'মানুষ এগিয়ে না এলে ভোটের নামে একদল লোক এসে দেশ বিক্রি করে চলে যাবে। আমার লজ্জা লাগে, ১০০ দিনের টাকা দেয়নি। বাংলার মানুষকে কাজ করিয়ে টাকা দেয় না। আবাসের টাকা দেয় না। বলছে গেরুয়াকরণ করতে হবে। আমি কেন করব গেরুয়া? গেরুয়া তো ত্যাগের প্রতীক। যারা দান ধ্যান করে তারা পরে।' এর পরই লড়াইয়ের ডাক দেন মমতা। বলেন, 'আমরা লড়াই করব। হারব না। আগুন লাগালে সেটা নেভাবেন। সবাই একসঙ্গে থাকবেন সবাই একসঙ্গে থাকব। এটাই আমাদের শপথ।'

মমতা বললেন, 'বেচারা নেতাজি। এত লড়াই করলেন স্বাধীনতার জন্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে ওদের জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতে বলেছিলাম। বলে দিয়েছিল হবে না। আর আজ ওরা ছুটি চাইছে। ছুটি দিচ্ছে। কারণ আজ নাকি ওদের স্বাধীনতার দিন। জানি না, ওরা নতুন করে কী স্বাধীনতা পেয়েছে। ওদের কি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিন? যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনে এদের কারও টিকিটিও ছিল না। আর আজ ওরা বলছে সবাইকে ছুটি দিয়েছি। বাড়িতে থাকো আর আমাদের কথা শোনো।'

রামমন্দির উদ্বোধনে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিন আগেই মমতা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি অযোধ্যা যাচ্ছেন না। এমনকী, রামমন্দির উদ্বোধনকে 'ভোটের আগে গিমিক' বলেও কটাক্ষ করেছিলেন মমতা।

দিলেন ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা

ছবি: অদিতি সাহা

'বাবরি ভাঙার সময় একা পথে নেমেছিলাম...'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল, আমি একা পথে নেমেছিলাম। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কোনও প্রয়োজন আছে কি না। ভয় না পেয়ে সমস্ত জায়গায় গিয়ে ত্রাণ দিয়ে এসেছিলাম। এসব অনেকে ভুলে গিয়েছে।' মমতা বললেন, 'জয় বাংলা, জয় সম্প্রীতি। সব ধর্ম ভাই ভাই। দেশকে ভাগ করতে দেব না। আমরা শান্তি চাই।'

ইন্ডিয়া জোটে সম্মান পাই না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' আমি দিয়েছি, অথচ বৈঠকে সম্মান পাই না' এমনই অভিযোগ করলেন মমতা। বলেন, 'সিপিএম বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করে। আমি সেটা মানব না।' মমতা বললেন, 'একটা লড়াই শুরু হয়েছে। আর এই লড়াই চলবে। আমরা না ভয় পেয়ে লড়ব। আমরা কাপুরুষ নয়। তাই আমরা লড়ব।'

নতুন কালচক্রের সূচনা হল: প্রধানমন্ত্রী

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি: প্রতীক্ষা শেষে রামমন্দিরে হল রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। নিষ্ঠাভরে গর্ভগৃহে বসে পুজো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধান যজমান হিসেবে করলেন সংকল্পও। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তীর্থক্ষেত্রে যেতে দেখা গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার এই মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে কীভাবে তপস্যা করেছেন মোদি, সে কথা এদিন উল্লেখ করেন গোবিন্দ গিরি মহারাজ। রাম মন্দির ট্রাস্টের তরফে তিনি এদিন জানিয়েছেন, ২০ দিন আগেই সব নিয়মাবলী জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে। রাম মন্দিরের জন্য মোদি কার্যত তপস্যা করেছেন বলে দাবি করেছেন গোবিন্দ গিরি মহারাজ। উল্লেখ্য, এদিন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর নিজের ১১ দিনের উপবাস ভাঙেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশবাসী তথা অযোধ্যাবাসীদের জন্য বলতে উঠেই প্রথমে বলেন, অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু কণ্ঠ অবরুদ্ধ। তিনি বলেন, 'কয়েক শতাব্দী পর আমাদের প্রভু রাম ফিরে এলেন। আমার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আবেগে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা পবিত্রতম সময়। প্রভু রাম আমাদের আশীর্বাদ করছেন। আজকের সূর্য এক অদ্ভুত আভা নিয়ে এসেছে। ২২ জানুয়ারি ২০২৪ কোনও তারিখ নয়, এটা নয়া কালচক্রের সূচনা। হাজার বছর পরও মানুষ এই দিনের কথা বলবে।' বলেন, 'এখন থেকে রাম আর তাঁবুতে নয়, এ বার মন্দিরে থাকবেন।' দীর্ঘ কয়েক যুগ অপেক্ষার পর আজ রামমন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ত্যাগ-তপস্যায় নিশ্চই কিছু খাদ ছিল। তাই আমরা এতদিন এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি। আজ সেই খাদ পূর্ণ করতে পেরেছি আমরা। এই দেরির জন্য প্রভু রাম নিশ্চই আমাদের ক্ষমা করবেন। ভারতের সংবিধানে প্রভু রাম বিরাজমান। সেই সংবিধান প্রবর্তনের পরও, কয়েক দশক ধরে প্রভু রামের অস্তিত্ব নিয়ে আইনি লড়াই চলেছে। ভারতের বিচার ব্যবস্থা, আইনের লজ্জা রক্ষা করেছে। যখন প্রভু রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছিলেন, সেই সময় কালচক্র বদলেছিল। আমি কাল সেখানে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। সেই সময় আমি উপলব্ধি করেছি, এবার আরও একবার কালচক্র বদলাবে। সুসময়ের দিকে এগিয়ে যাবে ভারত। জীবন প্রবাহের মতো নিরন্তর বয়ে চলে রামরস। রামকথা অসীম। কিন্তু, রামের শিক্ষা সব জায়গায় এক।' তিনি আরও বলেন, 'এটা শুধু আমাদের বিজয় নয়, বিনয়েরও সময়। আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের অতীতের থেকে সুন্দর হতে চলেছে।'

কথা বলতে বলতে আবেগে একাত্ম হয়ে মোদি আরও বলেন, 'এক সময় কিছু লোক বলত, রাম মন্দির তৈরি হলে দেশে আগুন লেগে যাবে। এরা ভারতের সামাজিক ভাবের পবিত্রতাকে জানত পারেননি। রামলালার এই মন্দির নির্মাণ, ভারতীয় সমাজের শান্তি, ধৈর্য, সদ্ভাবের প্রতীক। এই নির্মাণ কোনও আগুন নয়, আশার জন্ম দিচ্ছে। আমি আজ ওই লোকদের বলব, নিজেদের ভাবনা ফের বিবেচনা করে দেখুন। উপলব্ধি করুন, রাম বিবাদ নয়, রাম সমাধান। রাম আগুন নয়, রাম আশা। রাম শুধু বর্তমান নয়, রাম চিরন্তন। এটা রাম রূপে জাতীয় চেতনার মন্দির। রাম ভারতের বিশ্বাস, রাম ভারতের ভিত্তি। রাম ভারতের ধারণা, রাম ভারতের আইন। রাম ভারতের গৌরব, রাম নেতা এবং রাম নীতি। রাম চিরন্তন। রামকে যখন সম্মান দেওয়া হয়, তার প্রভাব বছরের পর বছর বা শতাব্দী ধরে থাকে না, বরং এর প্রভাব হাজার হাজার বছর ধরে থাকে।'

রামমন্দিরে নিজস্বী তুলে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' উদযাপন বলিউড তারকাদের

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি: নতুন বছর শুরু হওয়ার পর থেকেই ২২ জানুয়ারির অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন দেশের রামভক্তেরা। দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে এসেছে সেই দিন। সোমবার অযোধ্যায় উদ্বোধন হল নবনির্মিত রামমন্দিরের। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' উপলক্ষে অযোধ্যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে উদ্বোধন হয়েছে রামমন্দিরের। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন বিনোদন জগতের তাবড় তারকারা। উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ বচ্চন থেকে রজনীকান্ত, কঙ্গনা রানাউত থেকে অনুপম খের। ছিলেন আলিয়া ভাট, রণবীর কাপুর, ক্যাটরিনা কাইফ, ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা, রাজকুমার হিরানি, রোহিত শেট্টিও, মাধুরী দীক্ষিত। অযোধ্যার মাটিতে নিজস্বী তুলে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' উদযাপন করলেন আলিয়া, ক্যাটরিনারা। হাজির ছিলেন সংগীত জগতের মহারথীরাও। সেখানে রামের ভজনও গান সোনু নিগম, শংকর মহাদেবনরা। সোমবার সকালেই মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা মিলেছিল আলিয়া, রণবীর, ক্যাটরিনা ও ভিকির। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করার জন্য মুম্বই থেকেই সাজগোজ করে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। সোমবার সকালেই ছেলে অভিষেক বচ্চনকে নিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন অমিতাভ বচ্চনও। যদিও তাঁদের সঙ্গে দেখা যায়নি অভিষেকের স্ত্রী ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনকে। অন্যদিকে, রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের এক দিন আগেই অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন বলিউডের 'কুইন'। অযোধ্যায় পৌঁছে সাবেকি সাজে প্রথমে যজ্ঞে বসেন কঙ্গনা। রবিবার হনুমানগড়ি মন্দির চত্বর ঝাঁট দেওয়ার পরে ধর্মগুরু রামানন্দাচার্য স্বামীর সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। সোমবার সাদা শাড়ি, গেরুয়া রঙের ব্লাউজ ও লাল শালে সেজে রামমন্দির চত্বরে পা রাখেন কঙ্গনা। সাবেকি সাজের ছবি সমাজমাধ্যমের পাতায় সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে লিখলেন, 'পরম পূজনীয় শ্রীরামের জন্মভূমি এটা... জয় শ্রী রাম!'

ধর্মের চশমা খুলে দেখুন: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সংহতি মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা, যাঁরা এদিন কলকাতায় মমতার ডাকে সর্বধর্ম সমন্বয় মিছিলে হেঁটেছেন। আসলে এটাই যে দেশের আসল ছবি, এই সভামঞ্চ থেকে ফের বার্তা দিলেন তাঁরা। আর নাম না করে অভিষেক স্পষ্ট নিশানা করলেন বিজেপিকে। বলেন, 'আমরা ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করি না।' পার্কসার্কাস মোড়ে বক্তব্যের মাঝে মসজিদ থেকে আজানের সুর শুনে ভাষণ থামিয়ে দেন অভিষেক। তার পর দ্রুতই শেষ করেন নিজের বক্তৃতা।

অভিষেকের কথায়, 'দিনটি আপনাদের কাছে গর্বের। কারণ, গোটা দেশে যখন ধর্মের নামে অস্ত্রের ঝনঝনানি চলছে, তখন বাংলায় সব ধর্মের ঐক্য সংহতি দেখিয়েছে। রাজনীতি যখন করবো মানুষের রোটি-কাপড়-মকান নিয়ে করব। গা জোয়ারি করে একুশের ভোটে জিততে পারেনি। বাংলা থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছে।' নাম না করেই বিজেপিকে নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অযোধ্যার আয়োজনকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'আমি হিন্দু। সেই ধর্মাচরণ আমি বাড়িতে পালন করব। কিন্তু মানুষকে পরিষেবা দেব মানবধর্ম দিয়ে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে একটা রাজনীতি চলছে। ভোট ধর্মের নামে নয়, কাজের নামে, ১০০ দিনের টাকার নামে ভোট দিতে হবে।'

বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিষেক বলেন, 'রমজানে যদি রাম থাকে আর দিওয়ালিতে যদি আলি থাকে, তাহলে কেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এক হয়ে থাকতে পারবে না? আমার ধর্ম আমায় বিভাজন শেখায়নি, সবাই মিলে এক হয়ে থাকতে শিখিয়েছে।' এই সময় মসজিদ থেকে আজানের শব্দ শুনে বক্তৃতা থামান অভিষেক। আজান শেষে তিনি যা বল বলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অভিষেকের কথায়, 'কেউ বলছেন, হিন্দুরা বিপদে, কেউ বলছেন, মুসলমানরা বিপদে। আমি বলছি, ধর্মের চশমাটা খুলে দেখুন, গোটা হিন্দুস্তানই বিপদে রয়েছে।'

রামভূমে অকাল দীপাবলি...

রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন দেশজুড়ে দীপাবলি পালন করার ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাম মন্দিরে আরতি-দীপ প্রজ্জ্বলিত করে সেই দীপাবলির সূচনা করেন তিনি। এরপর সরযূর তীরেও জ্বলে লাখো প্রদীপ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮০ নং এফিডেভিট বলে Tarak Nath Sarkar S/o. Panchanan Sarkar ও Tarak Sarkar S/o. P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukhen Manna @ Sukhen Kumar Manna ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sankar Prasad Manna ও S. Manna @ Sankar Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮১ নং এফিডেভিট বলে Subhas Pal S/o. Basanta Pal ও Subhas Paul S/o. B. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Patul Dey (old name) W/o. Rabin Chandra Dey R/o. Chinsurah Station Road Pallyshree, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Putul Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Patul Dey & Putul Dey W/o. Rabin Chandra Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Rani Chandra Dey.

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Sarkar S/o. Manoranjan Sarkar নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Noor Mahammad নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Rani Chandra Dey (old name) S/o. Rabin Chandra Dey R/o. Chinsurah Station Road Pallyshree, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Roni Chandra Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rani Chandra Dey & Roni Chandra Dey S/o. Rabin Chandra Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৭ নং এফিডেভিট বলে Wasim Ahmad Ansari S/o. Md. Manzoor Ahmed Ansari ও Wasim Ahmad Aansari S/o. Md. M. A. Ansari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৮ নং এফিডেভিট বলে Sekh Habibul Islam S/o. Sekh Miraj Ali ও Sk. Habibul Islam S/o. Sk. M. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur.
Ref:- Succ. Certificate Case No. 10/2023
Rita Nandi & others
W/O- Gopal Chandra Nandi
.... Petitioners
VS
General Public

এতদ্বারা সর্বসাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, স্বপন রানা, পিতা-বিজয় রানা, সাং-অলিগঞ্জ, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর গত ইং ২৭.১১.২০২২ তারিখে পরলোক গমন করেন। উক্ত স্বপন রানা মারা যাওয়ার পর তার দুই বোন রীতা নন্দী, উমা মল্লিক নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার নিমিত্ত অত্র আদালতে মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন, যদি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ধার্য দিনে অর্থাৎ তারিখে স্বয়ং অথবা উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইনানুযায়ী একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

Schedule

Rs. 14,49,490/- (Fourteen lakh forty nine thousand four hundred ninety) only interest which is lying in **A/C No. 31008873240**, in State Bank of India, Rabindra Nagar, LIC More Branch, Midnapore, Paschim Medinipur.

অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া
রেফাঃ- এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা নং ১৮/২০২৩

শ্রীমতী লাকি পাল, স্বামী মৃত অপ্রতীম পাল, সাকিম- শ্রী ভবন, কানি গলি (পাল গলি) ষন্ডেশ্বর তলা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০১ ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে মৃত অপ্রতীম পাল (মৃত্যু ০৪/০৩/২০২৩) পিতা নিখিলেশ পাল, স্থায়ী ও বর্তমান সাকিম শ্রী ভবন, কানি গলি (পাল গলি) ষন্ডেশ্বর তলা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০১, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চুঁচুড়া আখনবাজার, ব্রাঞ্চে অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে। সাক্সেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় জেলা হুগলী ডেলিগেট আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবুর মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নাচেৎ উক্ত দরখাস্তকারীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায়
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং,
সেরেস্তাদার
District Delegate
Hooghly

নাম পরিবর্তন

আমি B.ky Baij S/o Shiba Baij গত ১০/০১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Biky Baij হইতে Biky Das নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। উভয় নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Beauty Baij S/o Shiba Baij গত ১০/০১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Beauty Baij হইতে Beauty Das নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। উভয় নাম এক ও অভিন্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি Subrata Baij S/o Shiba Baij গত ০৮/১২/২০২৩ তারিখে কোলকাতা মেট্রোপলিটন 1st class ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Subrata Baij হইতে Subrata Das নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। উভয় নাম এক ও অভিন্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি Shiba Baij S/o Ram Chandra Baij গত ১০/০১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Shiba Baij হইতে Shiba Das নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। উভয় নাম এক ও অভিন্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি Saswati Debnath, স্বামী Soumitra Debnath ঠিকানা ফ্লাট নং- ৪৯৩, বিএল- ৪, অওরা রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ১৮৩/১ জে.সি খান রোড, P.O- মানকুন্ডু, P.S- ভদ্রেশ্বর, Dt- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ঘোষণা করছি যে Saswati Debnath এবং Saswati Debanth একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি হলফনামায় / তারিখ ০৮/০১/২০২৪ নোটারি পাবলিক হুগলি, চিনসুরা।

নাম পরিবর্তন

আমি **Maroof Hossain**, পিতা - Rahmat Hossain, ঠিকানা - ৭, ক্রিমাটোরিয়াম স্ট্রীট, পোঃ - ইন্টালি, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলিকাতা-৭০০০১৪, পঃবঃ। ভুলবশত আমার স্কুলের মার্কশিটে (Unique ID No. 5730147, Roll No.1145837/164) আমার নাম Maroof Hossain এর পরিবর্তে Maroof Hussain লেখা হয়েছে। **Maroof Hossain** এবং **Maroof Hussain** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি যাহা গত ১৮.০১.২০২৪ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কলিকাতা এবং এভিডেফিট নং. ১৫০৭ দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি **Rahmat Hossain**, পিতা - স্বর্গীয় Abdul Shakur, ঠিকানা - ৭, ক্রিমাটোরিয়াম স্ট্রীট, পোঃ - ইন্টালি, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলিকাতা-৭০০০১৪, পঃবঃ। ভুলবশত আমার ছেলে (Maroof Hossain)এর স্কুলের মার্কশিটে (Unique ID No. 5730147, Roll No.1145837/164) আমার নাম Rahmat Hossain এর পরিবর্তে Rahmat Hussain লেখা হয়েছে। **Rahmat Hossain** এবং **Rahmat Hussain** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি যাহা গত ১৮.০১.২০২৪ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কলিকাতা এবং এভিডেফিট নং. ১৫০৭ দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী অভিক রায়, পিতা সুধীর চন্দ্র রায়, সাং-৪৯১, ৪নং শাঁখারী পুকুর, জোড়াপুকুর, ওয়েস্ট এন্ড ধামরাই মহল্লা, পোঃ-শ্রীপল্লী, থানা-বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৩।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র লিখিতং শ্রী অভিক রায় গত ২৩/৬/২০২২ তারিখে শ্রী রাজনারায়ন আচার্য্য, পিতা- দিলীপ আচার্য্য, সাং-দিগসুই, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পোঃ- দিগসুই, পিন নং-৭১২১৪৮ নামিত ব্যক্তিকে এ্যাডিসন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট সাবরেজিষ্টারী চুঁচুড়া হুগলীতে বুক নং-১, ভল্যুম নং- ০৬০৩-২০২২ পেজ নং-৫৬১১৬ হইতে ৫৬১২৭ নং, বিং নং- ০৬০৩০২৯১৯ সন ২০২২ তারিখে যে জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামাপত্র সম্পাদন হইয়াছিল তাহা গত ০৪/০১/২০২৪ তারিখে এ্যাডিসন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিষ্টারী চুঁচুড়া হুগলীতে বুক ৪, দলিল নং-০৬০৩ সন ২০২৪ মুলে উক্ত পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা সাধারন আমমোক্তারনামাপত্র বাতিল ও রদ রহিত করন দলিল সম্পাদন করিয়াছেন। অদ্য হইতে উক্ত শ্রী রাজনারায়ন আচার্য্য এর গত ২৩/০৬/২০২২ তারিখে জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তারনামাপত্র আর সম্পত্তির ক্রয় বা বিক্রয়ের আর কোন ক্ষমতা রহিল না।

অনুমত্যানুসারে
শিবাজী দাস
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী।
২২-০১-২০২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে জানুয়ারি, ৮ ই মাঘ মঙ্গলবার । ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তোরী রাহূ মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কিছু ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন । অন্যের নামে যে টাকা লগ্নি করেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : আজ বুধবার বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : বুধবার ধৈর্য রাখুন। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : বাড়িতে অতিথি আসবে। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : আজ নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেঁচে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ প্রভাবশালী যে মানুষ টি দায়িত্ব নিতে চাইছেন, তাকে দায়িত্ব পালন করতে দিন।গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বুদ্ধি দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে। অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার! নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ ভারতরত্ন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম পূন্য ভূমিষ্ঠ দিবস। কবি নবীন চন্দ্র সেনের তিরোধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘ফেল’ ডবল ইঞ্জিন সরকার! কেন্দ্রীয় বরাদ্দ খরচে গুজরাতকে পিছনে ফেলল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের ডবল ইঞ্জিন রাজ্যকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে বাংলা। চলতি আর্থিক বছরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ খরচের নিরিখে এরাজ্য গোটা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছে। বহু যোজন পিছিয়ে আছে গুজরাত , মধ্য প্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে তেলেঙ্গানা এবং অরুণাচল প্রদেশ। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। ওই রিপোর্টে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই এরাজ্যে অর্থ কমিশনের ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বরাদ্দের ৬০ শতাংশ টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই অর্থবর্ষে অর্থ কমিশনের টাকায় রাজ্যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন খাতে বাংলা প্রায় ৪,৮০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ পেয়েছিল। তার মধ্যে সাড়ে তিন হাজার কোটিরও বেশি টাকা খরচ করে ফেলেছে বাংলা।

নিয়ম অনুযায়ী, বছরে অর্থ কমিশন থেকে পাওয়া মোট টাকার ৬০ শতাংশ ব্যয় করতেই হয়। খোদ মোদি সরকারের রিপোর্ট বলছে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার-সহ দেশের বহু রাজ্য এখনও ৬০ ভাগ টাকা ব্যয় করতে পারেনি। ২০২৩-২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খরচের নিরিখে মোদি রাজ্য গুজরাত, ডবল ইঞ্জিন মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলি তালিকায় রয়েছে একেবারে নীচের দিকে ঠাঁই পেয়েছে। মোদি-শাহর গুজরাত অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নিরিখে তালিকায় দেশের মধ্যে ১৭তম স্থানে রয়েছে। মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশের স্থান যথাক্রমে ২০তম ও ১৪তম। ফি বছর রাজ্যগুলিকে, দুই কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয়। প্রাপ্য টাকা নিয়ম মেনে ব্যয় করতে না পারলে, পরবর্তী অর্থবর্ষে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের টাকা পেতে সমস্যা হতে পারে। কেন্দ্র টাকা আটকে দিতে পারে।

গত দুই অর্থবর্ষে অর্থ কমিশনের টাকায় রাজ্যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ হয়েছে। বহু রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। পানীয় জলের কল বসেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাচ্চাদের জন্য পার্ক ও সাব সেন্টার তৈরি হয়েছে। জলের এটিএম-সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ উন্নয়নে খরচ করেনি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলির হাল জাতীয় গড়ের চেয়েও নীচে।

বকেয়া নিয়ে সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, নেতাজি জয়ন্তীতে বাংলার রাজ্যের বকেয়া নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক হতে চলেছে। বিভিন্ন দপ্তরের সচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন কেন্দ্রের আধিকারিকরা। রাজ্যের বকেয়া নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠকের কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীই। এবার সেই বৈঠকই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামিকাল। যদিও নবান্নের আধিকারিকদের দাবি, যতই বৈঠক হোক না কেন, বাংলার যা বকেয়া আছে তা রাজনৈতিক কারণেই ২৪-এর ভোটের আগে কেন্দ্র সরকার ছাড়বে না। মোদি ও বিজেপি যদি ২৪-এর ভোটে জেতে তাহলে টাকা আটকানোর ঘটনা আরও বাড়বে। কার্যত বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাই যেনতেন প্রকারণে বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে চলেছে মোদি সরকার। গেরুয়ায় শিবিরের ধারণা বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দিলে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা দখল সহজ হবে বিজেপির কাছে।

একুশের ভোটের আগে বাংলায় শ্লোগান উঠেছিল ‘আবকে বার ২০০ পার’। সেই শ্লোগানের নেপথ্যে ছিল উনিশের লোকসভা ভোটের সাফল্য। কেননা সেই নির্বাচনে বিজেপি যেমন বাংলা থেকে ১৮টি আসন জিতে ইতিহাস গড়েছিল তেমনি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৬টি আসনে তাঁরা লিড তুলেছিল। কিন্তু সেই সাফল্যের বিন্দুমাত্র রেশ চোখে পড়েনি একুশের বিধানসভা নির্বাচনে। মাত্র ৭৭টি আসন পেয়েই দৌড় থেমেছিল বিজেপির। পরে সেই আসন আরও কমেছে। কার্যত একুশের ভোটের পর থেকেই বাংলার মাটিতে ধারাবাহিক ভাবে হেরে চলেছে বিজেপি। কোনও মন্ত্র, কোনও টোটকাতেও কাজ দিচ্ছে না। বাংলার বুকে বিজেপি এখন কার্যত প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। তাঁদের শেষ আশা, যদি ২৪’র ভোটে দল জেতে এবং তারপর বাংলার বুকে আবারও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আর তার জন্য, বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দেওয়া, পঙ্গু করে দেওয়া গেরুয়া শিবিরের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বৈঠক হলেও বকেয়া যে খুব সহজে মিলবে, এমনটা মোটেও মনে করছেন না নবান্নের আধিকারিকদেরই একটা বড় অংশ। এই বৈঠক কার্যত লোক দেখানো বৈঠক ভিন্ন আর কিছুই নয়।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস আনল ‘সিয়ারাম কালেকশন’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস আনল বিশেষ ‘সিয়ারাম কালেকশন’। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবান রামের পবিত্র প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ঐক্যের মেলবন্ধনকে সম্মান জানানোর জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। ‘সিয়ারাম কালেকশন’-এ রয়েছে দারুণ ডিজাইনের নেকলেস ও কানের দুল।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন বলেন, ‘রাম মন্দির, রাম সীতার রাজ্যাভিষেক, ও দশ অবতারের মহিমা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই আমাদের এই নতুন সিয়ারাম কালেকশন তৈরি করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী যে গ্রাহকরা এই সংগ্রহটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন।’

বাড়ল মহিলা ভোটারের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বাড়ল মহিলা ভোটারের সংখ্যা। সোমবার প্রকাশ পেল ২০২৪ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। নতুন তালিকায় রাজ্যের মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৭৮ জন। যার মধ্যে নতুন ভোটারের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৩৬ জন। ১৮ থেকে ১৯ বছরের ভোটারের সংখ্যা হলো ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৯২৩ জন। নতুন ভোটারের মধ্যে ৫,৬৩, ৫২১ জন পুরুষ, ৫,৭০,৩৪১ জন মহিলা ও ৭৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। পাশাপাশি এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩,৮৫,৩০,৯৮১ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩,৭৩,০৪, ৯৬০জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ১৮৩৭জন। এবারের ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে মোট ৫,৪৭,৭৫৭ জন ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ২০২৪ সালে ৪,৫১, ৭০৬ জন ভোটার বাড়লো এই রাজ্যে। তবে সব থেকে লক্ষণীয় বিষয় রাজ্যে পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি । প্রতিবছর ভোটার তালিকা প্রকাশ পায় ৫ই জানুয়ারি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটার তালিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় তালিকা প্রকাশ আরও পিছিয়ে দেওয়া হয়। তাই এবার ভোটার তালিকা প্রকাশ পেল ২২শে জানুয়ারি। নির্বাচন কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে চলতি বছরের এই ভোটার তালিকা একশো শতাংশই নির্ভুল।

বালেশ্বর স্টেশনে শুরু ফুট ওভার ব্রিজের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বালেশ্বরে তৈরি হবে ফুট ওভার ব্রিজ। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই ওভার ব্রিজ তৈরির ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ফুট ব্রিজটি দুটি বিভাগে বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ মিটার এবং প্রস্থে ৩.০৫ মিটার। এটি ১, ২, এবং ৩/৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মকে যুক্ত করবে।

এই প্রকল্পের জন্য জেনারেল অ্যারেনজমেন্ট ড্রয়িং অর্থাৎ জিএডি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বর্তমানে বালেশ্বর-এ রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভিত্তি স্থাপনের কাজও চলছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এটি সম্পূর্ণ হলে যাত্রীদের জন্য নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি মিছিলকে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি মিছিলকে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ‘ভোট ভিখারিণী ও কাঙালিনী’ বলে মমতাকে আক্রমণ করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ‘ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান দেখছেন, উত্তরাখণ্ডের কংগ্রেসের রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন। আর এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভোট ব্যাংক বাঁচানোর জন্য সম্প্রীতি মিছিল করছেন। আজকে যে ভাষাতে উনি কথা বলেছেন তাতে এইধরণের ভোট ভিখারিণী, ভোট কাঙালিনী, দাঙ্গাবাজ খুঁজে পাবেন না। আজকে হিন্দু থেকে শুরু করে শিখ, পার্শী, বাঙালি মুসলিমরাও ওই মিছিলকে উপেক্ষা করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। কিছু তালিবান সমর্থকরা ওই মিছিলে গেছেন।’ শুভেন্দু আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ‘আজকে যে ভাষাতে উনি কথা বলেছেন তাতে এইধরণের ভোট ভিখারিণী, ভোট কাঙালিনী, দাঙ্গাবাজ খুঁজে পাবেন না। আজকে হিন্দু থেকে শুরু করে শিখ, পার্শী, বাঙালি মুসলিমরাও ওই মিছিলকে উপেক্ষা করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।’ শুভেন্দুর কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলে ২২০০ লোকও ছিল না। সোমবার সকালে আমি রাম নামের মিছিল করেছি তাতে শীতের সকালেও কলকাতায় ১৫ হাজারের বেশি লোক হেঁটেছে। নব্বই উর্দ্ধ প্রবীনরাও জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিয়ে মিছিলকে স্বাগত করেছে।’

নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে কম সংখ্যায় চলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে ২৩৪টি মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। ২৮৮টি পরিষেবার পরিবর্তে উত্তর-দক্ষিণ করিডরে (ব্লু লাইন) মিলবে ২৩৪টি মেট্রো। যার মধ্যে ১১৭টি চলবে আপে এবং ১১৭টি চলবে ডাউনে।

প্রথম পরিষেবা মিলবে অন্যান্য দিনের মতোই। সেখানেও কোনও পরিবর্তন নেই।

- **সকাল ৬ টা ৫০ মিনিটে শুরু হবে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।**
- **সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে শুরু হবে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।**
- **সকাল ০৬টা ৫৫ মিনিটে শুরু হবে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।**
- **সকাল ৭টায় শুরু হবে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত।**
- **শেষ পরিষেবাতে সময়ের কোনও পরিবর্তন নেই।**
- **রাত ২১টা ২৮ মিনিটে মিলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পরিবেষবা।**
- **রাত ২১ টা ৩০ মিনিটে মিলবে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা।**
- **রাত ২১টা ৪০ মিনিটে মিলবে দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পরিষেবা।**
- **রাত ২১ টা ৪০ মিনিটে মিলবে কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত পরিষেবা।**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ ৮ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার

বিজ্ঞপ্তি জারি করেও এড়ানো গেল না ঝামেলা, ‘রাম’ নিয়ে অশান্তি যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে অশান্ত হয়ে উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। জানা গিয়েছে, রামমন্দিরের উদ্বোধনের খানিকটা আগেই তপ্ত হয়ে ওঠে যাদবপুর ক্যাম্পাস।সূত্রের খবর, রামমন্দির উদ্বোধনের লাইভ স্ট্রিমিং করার জন্য প্রোজেক্টর-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সমর্থকেরা। তাঁরা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানও দেন। পাল্টা বাম সংগঠনের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের বাধা দেন বলে অভিযোগ।স্লোগান, পাল্টা

স্লোগানে ক্যাম্পাসে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়।বামেরা তাঁদের উপর হামলাও চালিয়েছে বলে এবিভিপির অভিযোগ। এদিকে অশান্তির খবর পেয়ে অধ্যাপকেদের অনেকে পৌঁছে যান ৩ নম্বর গেটের সামনে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গেট বন্ধ করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, দুপক্ষের মারামারি চলে। সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত বাধা দিতে গেল অভিযোগ মার খেতে হয় তাঁকেও। যাঁরা স্ক্রিনিং করতে চেয়েছিল তাঁদের কার্যত মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বামপন্থী পড়ুয়ারদের বিরুদ্ধে।

অশান্তির হতে পারে এমন আশঙ্কায় আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বলা হয়েছিল, অযোধ্যায় মন্দির উদ্বোধনের দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কোনও কর্মসূচির আয়োজন করা যাবে না। রবিবার বিজ্ঞপ্তিতে কর্তৃপক্ষ জানান, সোমবার বিভিন্ন বিভাগের সেমেস্টার-সহ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবেই ওই দিন কোনও অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ’ পরিবেশ বজায় রাখতেও অনুরোধ করা হয়েছিল সেখানে।

রাজ্য পুলিশে আপত্তি, তথ্য বিকৃতির আশঙ্কা!

সন্দেশখালির ঘটনায় সিট নয়, সিবিআই তদন্ত চেয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই বিশেষ তদন্তকারী দলের মাথায় সিবিআই আধিকারিক থাকার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের উচ্চ-পদস্থ আধিকারিকদের থাকার নির্দেশও দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই দলে থাকার কথা সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশের এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকের। আদালতের নির্দেশ, সিট চাইলে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা রাজ্য পুলিশের সাহায্য নিতে পারবে। এদিকে ইডি সূত্রের খবর, তদন্তে রাজ্য পুলিশের উপস্থিতি চাইছে না ইডি।

সন্দেশখালিকাণ্ডে কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সিট গঠন করে যৌথ তদন্তের নির্দেশেই আপত্তি জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। আগামী বুধবার ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। সন্দেশখালিতে আক্রান্ত হওয়ার পর ইডি

আদালতে জানিয়ে দেয়, রাজ্য পুলিশের উপর তাদের ভরসা নেই। এমনকি, তথ্যবিকৃতিরও আশঙ্কা প্রকাশ করে তারা।

তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ইডি। ইডির অভিযোগ শাহজাহান অনুগামীদের দিকে। ঘটনায় তিন জন ইডি আধিকারিক আহত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির সেই ?ঘটনায় মোট তিনটি মামলা রুজু হয়েছিল ন্যাজাট থানায়। তার মধ্যে একটি এফআইআর দায়ের করেন ইডি আধিকারিকরা। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে একটি মামলা রুজু করে পুলিশ। তৃতীয় এফআইআর-টি করেন সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়ির কেয়ারটেকার। হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ অনুযায়ী এর মধ্যে প্রথম দু'টি এফআইআর এর তদন্ত করবে সিট। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার পর ইডি আদালতে জানায় যে রাজ্য পুলিশের উপর তাদের ভরসা নেই। অন্য দিকে, রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল পুলিশ নিজের যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছে। এমনকী বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান যার বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে ইডিকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, সেই শেখ শাহজাহান এখনও অধরা।

স্ত্রীকে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়ানোর অভিযোগ

এসএসসি-র পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যানকে বহিষ্কারের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘স্কুল সার্ভিস কমিশনের পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যান শেখ সিরাজউদ্দিনকে অবিলম্বে বহিষ্কার করুন।’ রাজ্যকে এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে স্ত্রীকে বেনিয়মে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এসএসসি-র এই কর্তার বিরুদ্ধে। সোমবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে রাজ্যকে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, ‘অবিলম্বে শেখ সিরাজউদ্দিনকে হেপাজতে নিন। তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ। অবিলম্বে পদক্ষেপ করুন।’ পাশাপাশি এই মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমিত্র সরকারকেও আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারপতি বসু। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী বুধবার সশরীরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। মুর্শিদাবাদের গোথা

হাইস্কুলের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে এই নির্দেশ দেন বিচারপতি।

জানা গিয়েছে, ২০১১ সালে পরীক্ষা দেন সিরাজের স্ত্রী জাসমিন খাতুন। ২০১৫ সালে সেই প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়। অভিযোগ, ২০১৯ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি পেয়েছেন জাসমিন। খোদ শিক্ষাকর্তা মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকেই নিজের স্ত্রীকে চাকরি করিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই প্রসঙ্গে জাসমিন খাতুন অবশ্য জানিয়েছিলেন, ২০১৯ সালেই চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। তবে এর থেকে আর বিশেষ কিছু বলতে চাননি তিনি। এমনকি মুখে কুলুপ আঁটতে দেখা গিয়েছিল স্বামীর প্রভাবের ব্যাপারেও।

খুদেদের হাত দিয়ে রুদ্রর পদ্ম বিলি বইমেলায়, পুলিশের সঙ্গে বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধনের উৎসবের ছোঁয়া কলকাতা বইমেলাতেও!

উৎসব উদ্‌যাপনে বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ বাচ্চাদের রামচন্দ্র সাজিয়ে কলকাতা বইমেলায় আনেন। তাদের হাত দিয়েই আগতদের পদ্মফুল বিলি করা হচ্ছিল। এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধল সোমের বিকেলে। এই ঘটনায় অনেকেই রাজনীতির ছোঁয়া দেখলেও, রুদ্রনীল তারই মধ্যে কেউ কেউ জয় শ্রীরাম ধ্বনিও তোলেন। এদিকে পদ্মফুল বিলির কর্মসূচির খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছে যান বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ আধিকারিকেরা। এরপরই বইমেলা প্রাঙ্গণের ভিতরে পদ্মফুল বিতরণে আপত্তি জানায় বিধাননগর পুলিশ। বাধা দেওয়া হয় রুদ্রনীলদের পদ্মফুল বিলির কর্মসূচিতে। এরপরই পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন বিজেপির সমর্থকরা।

ঘোষের দাবি এটা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। জোর করে রাজনীতির রং দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অযোধ্যর রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘিরে সমস্ত রাজ্যেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা একাধিক কর্মসূচি পালন করছেন। এদিন খুদেদের রামচন্দ্র সাজিয়ে বইমেলায় নিয়ে আসেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল, বাচ্চাদের হাত দিয়ে বইমেলায় আগতদের হাতে পদ্মফুল তুলে দেওয়া। রুদ্রনীল ঘোষের নেতৃত্বে বেশ কিছু বিজেপি সমর্থকও বইমেলায় আসেন। পরিকল্পনা মতোই এদিন বইমেলা প্রাঙ্গণে ঢুকে সাধারণ মানুষজনের হাতে পদ্ম ফুল তুলে দিচ্ছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, বইমেলা কোনওরকম বিক্ষোভ-প্রদর্শনের জায়গা নয়। বইমেলা চত্বরে কোনও প্রদর্শন করা যাবে না। বইমেলার পরিবেশ যাতে নষ্ট না করা হয়, সেই কথা বলা হয় পুলিশের তরফে।

অন্যদিকে রুদ্রনীল ও বিজেপি সমর্থকদের বক্তব্য, এখানে কোনও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছিল না। পদ্মফুল বিলি করা হচ্ছিল মাত্র। পুলিশ বাধা দেওয়ার কারণেই বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিই নয়। পুলিশের তরফে বিষয়টি জোর করে রাজনৈতিক বিষয় দেখানোর চেষ্টা চলছে।

কলকাতার রামমন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ছবি: অদিতি সাহা

অযোধ্যায় রামলালার প্রতিষ্ঠা। উদ্‌যাপন কলকাতাতেও। গণেশ টকি থেকে রাম মন্দির পর্যন্ত শোভাযাত্রা।

পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডের রায় ঘোষণা করতে হবে ৩ মাসের মধ্যে, নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১২ সালে পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডে নিম্ন আদালতকে রায় ঘোষণা করতে হবে তিন মাসের মধ্যেই। নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত কাদের খান কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু, সোমবার তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি উচ্চ আদালতের নির্দেশ তিন মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতকে বিচার শেষ করে রায় ঘোষণা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১২-র ৫ ফেব্রুয়ারি একটি অভিজাত ক্লাবের সামনে থেকে এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে গণ ধর্ষণের অভিযোগ। ৯ ফেব্রুয়ারি অভিযোগ দায়ের করা হয় পার্কস্ট্রিট থানায়। কিন্তু ফেরার ছিলেন মূল অভিযুক্ত কাদের খান। সেই সময় তাঁর সঙ্গে শাসক দল ঘনিষ্ঠ এক টলিউড নায়িকার সংযোগেও তথ্যও সামনে আসে। এই ঘটনায় প্রথমে সুমিত বাজাজ, নাসির খানকে গ্রেপ্তার করা হলেও ধরা পড়েননি কাদের খান। ওই বছরই ১০ মে ওই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে হয় চার্জশিট। ১১ ডিসেম্বর নাসির খান, সুমিত বাজাজ এবং রুমান খানের দশ বছরের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এই ঘটনায় অন্য তিন জন অভিযুক্তকে কলকাতা নগর দায়রা আদালত দশ বছরের কারাদণ্ডের কথা ঘোষণা করে। ২০১৫ সালে ১৩ মার্চ পার্কস্ট্রিটকাণ্ডে নির্যাতিতার মৃত্যু হয় এনসেফ্যালাইটিসে। এরপর ২০১৬ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর মাসে গাজিয়াবাদ থেকে পাকড়াও করা হয় কাদের এবং আলিকে। ২০১৮ সালে তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। এবার তিন মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতকে বিচার শেষ করে রায় ঘোষণার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার তিন মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতকে বিচার শেষ করে রায় ঘোষণার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হাইকোর্টে অস্বস্তিতে কাঁথি পুরসভার অপসারিত চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে অস্বস্তি বাড়ল কাঁথি পুরসভার সদ্য অপসারিত চেয়ারম্যান সুবল মান্নার। তৃণমূলের সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে তাঁর দলেরই ১৬ জন কাউন্সিলর। সোমবার এই অনাস্থা প্রস্তাব পাশও হয়ে যায়। এদিকে এরইমধ্যে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের শরনাপন্ন হন সুবল মান্না। সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে এই মামলার শুনানিও হয়।

বিচারপতি জানান, এই মুহূর্তে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। কারণ, ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আস্থা ভোট হয়ে গিয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলেই জানান বিচারপতি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী বুধবার এই মামলার ফের শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে গিয়ে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন সুবল মান্না। শিশিরকে ‘গুরুদেব’ বলেও সম্বোধন করেন প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে। এই নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। সুবল মান্নার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে দলের মধ্যেই। কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁকে সরাতে আনা হয় অনাস্থা। ১৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর মহকুমা শাসকের দরবারে এ নিয়ে চিঠি দেন।

এদিকে এই অনাস্থার প্রস্তাব সামনে আসতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না। গত ২ জানুয়ারি সুবলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ব্যক্ত করে আস্থাভোট ডাকার জন্য আবেদন জানান ১৬ তৃণমূল কাউন্সিলর। সুবল মান্না সেই আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় গত ১৮ জানুয়ারি আস্থা ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন ভাইস চেয়ারম্যান। এরপর সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় আস্থা ভোট হয়।

কলকাতা স্টেশন থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরপিএফের তৎপরতায় ১২৩১৮ ডাউন ‘অকাল তখত’ এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার প্রায় ১৬ হাজার মদের বোতল। এগুলো বুকিং ছিল পটনার উদ্দেশ্য।বিহারে মদ নিষিদ্ধ। আর সেই কারণেই আরপিএফের অনুমান, কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই বিপুল পরিমান মদ। ভুল করে কলকাতা স্টেশনে চলে আসে। সেখানেই তা আটক করা হয়। ৪৫টি ব্যাগে রাখা ছিল ওই বিপুল পরিমান মদের বোতল ।তবে এই মদের বোতল কী ভাবে কলকাতা স্টেশনে এল সে ব্যাপারে খোঁজ চালানো হচ্ছে আরপিএফের তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই ট্রেনে করে নিয়ে আসা হচ্ছিল বিদেশি মদের বোতল। আপ রানাঘাট লোকালের ভেন্ডার বগিতে করে দেড় লক্ষ টাকার মদ আনা হচ্ছিল। রানাঘাট জিআরপির কর্তব্যরত আধিকারিকেরা চারটি বস্তা উদ্ধার করে। তার মধ্যে ছিল বেশ কিছু নামী দামি বিদেশি মদের বোতল ছিল। ট্রেনে এমন কাণ্ড দেখে অনেকেই হতবাক হয়ে যান। বোতলগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে এই ৭৪ বোতল বিলিতি মদের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন ছিল। উদ্ধার হওয়া মদগুলি নকল মদ কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হয়।

এক ধাক্কায় ৩ ডিগ্রি নামল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, ঠান্ডায় জবুথবু কলকাতা

নিজস্ব প্রকতিবেদন, কলকাতা: সোমবার মরশুমের শীতলতম দিন কাটাল কলকাতাবাসী। পারদ এক ধাক্কায় তিন ডিগ্রি কমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নামল। এর আগে ১৩ জানুয়ারি ১২ ডিগ্রিতে নেমেছিল কলকাতার তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে যা ২ ডিগ্রি কম। রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে যা ৬ ডিগ্রি কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬৩ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১২ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

শুধু কলকাতাই নয়, রাজ্যজুড়েই কমছে তাপমাত্রা। পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ দক্ষিণবঙ্গের এই পাঁচ জেলায় সোমবার নজরে আসে ঘন কুয়াশা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়ায় কোনও ভাবে সোমবার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক, থাকবে শীতের দাপটও। আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে বুধবার থেকেই।

একইসঙ্গে সোমবার উত্তরবঙ্গের ৮ জেলাতেই দেখা গেছে ঘন কুয়াশা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কালিম্পং, মালদহেও ছিল ঘন কুয়াশার দাপট। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক।

প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনে রামলালার জন্য স্পেশাল ‘রাম পিঠে’ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মানেই রসগোল্লা। কলকাতা মানেই মিষ্টি। দেশের অন্যান্য রাজ্য কলকাতাকে এভাবেই চেনে।

অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনে, তারই জন্য বিশেষ মিষ্টি তৈরি হল কলকাতায়। সোনা এবং রুপো দিয়ে তৈরি হয়েছে পিঠে। একটি পিঠে তৈরি করা হয়েছে লম্বা আকারের। তার নাম দেওয়া হয়েছে রাম পিঠে। সদ্যই পার হয়েছে মকর সংক্রান্তি। যদিও এই মিষ্টির গড়ন ঠিক সেদ্ধ বা পুলি পিঠের মতো নয়। বরং বলা চলে, দেখতে কিছুটা পাটিসাপটার মতো। যা তৈরি করেছে কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান হিন্দুস্থান সুইটস।

রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে তৈরি করা হয়েছে সোনা এবং রুপোর এই পিঠে। একঝলক দেখলে পাটিসাপটার সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল পাবেন। উপরেই তবক হিসেবে দেওয়া হয়েছে সোনা এবং রুপোর ছোঁয়া। বাঙালি সোনালি এবং রুপোলি রঙের তবক দেওয়া মিষ্টির সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মিষ্টিতে খাঁটি সোনা এবং রুপোর উপস্থিতি, এমনটা কিন্তু

সচরাচর দেখা যায় না।

হিন্দুস্থান সুইটস, মিষ্টির দোকানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা চান যে তাঁদের দোকানের তৈরি ‘রাম পিঠে’ অযোধ্যায় পাড়ি দিক এবং রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর প্রসাদ হিসেবে সকলকে এই পিঠে দেওয়া হোক। শুধুমাত্র শ্রী রামের কাছে নিবেদনের জন্যই এই বিশেষ ধরনের পিঠে তৈরি করেছেন তাঁরা। দোকানে অনেক ধরনের মিষ্টিই রয়েছে। সারা বছরই থাকে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ ধরনের মিষ্টি তৈরি করা হয়। এবছর পিঠে-পুলি উৎসবের জন্যে অনেক ধরনের পিঠেও তৈরি করা হয়েছিল। তবে সোনা-রুপো দিয়ে রাম পিঠে তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র রামলালাকে নিবেদনের জন্যেই। খাঁটি সোনা এবং রুপো দিয়ে তৈরি হয়েছে এই স্পেশ্যাল পিঠে।

সম্পাদকীয়

এত বছর পর আজও কিন্তু নোট পরিবর্তন সম্পূর্ণ হল না

৮ নভেম্বর, ২০১৬ সালে নোট বাতিলের ফলে ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে, তার হিসাব কে কষবে? সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত আইনসম্মত, বা পদ্ধতিগত ভাবে সঠিক ছিল। কিন্তু নোট বাতিলের নীতি নির্ধারণের ফলে দেশের বা সাধারণ মানুষের লাভ না ক্ষতি হয়েছে, সে ব্যাপারে মহামান্য শীর্ষ আদালতের রায়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে আইনের কচকচানিতে না গিয়ে তাঁদের বিষময় দুর্ভোগের যন্ত্রণাকেই ক্রমান্বয়ে বাড়তে দেখেছেন। ভারতের কোটি কোটি ছোট ব্যবসায়ী তাঁদের আত্মীয়সম মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে সংসার চালাতেন। তাঁরা নোটবন্দির পর থেকে ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, বহু বছর ধরে ওই মহাজনরা ব্যাঙ্কে টাকা না রেখে, হাতে কোটি কোটি টাকা রাখতেন। উৎসব বা প্রয়োজনের সময় ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের টাকার জোগান দিতেন তা থেকে। ওই ছোট ব্যবসায়ীদের লাভ-ক্ষতির উপর মহাজনদেরও লাভ-ক্ষতি নির্ভর করত। ওই মহাজনরাই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করতেন। ঋণ দেওয়ার প্রধান শর্ত ছিল পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এবং ভরসা। নোট বাতিলের ওই দিনের পর থেকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা এবং তোলার বিধিনিষেধে বার বার পরিবর্তন আনার ফলে ওই মহাজনদের পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়। অনুমান হয়, ছোট ব্যবসা বন্ধের এটাও একটা কারণ। এত বছর পর আজও কিন্তু নোট পরিবর্তন সম্পূর্ণ হল না। বরং নতুন নোটের কাগজ এবং ছাপার মান দেখে কষ্ট হয়। আর একটি বিষয় হল, পুরনো নোট নষ্ট এবং নতুন নোট ছাপার যে বিপুল অর্থ খরচ হল, তা জনগণেরই টাকা। অথচ, তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন বেশি, এবং অন্ধকারে রইলেন।

আনন্দকথা

পঞ্চবটী মধ্যে সাবক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থগাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা পক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদমূলে ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদী সুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমংশে আসীনহইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে-আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।

ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বাল ঠাকরে

১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাল ঠাকরের জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শানু লাহিড়ীর জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক রমেশ সিপ্পির জন্মদিন।*

তাইহোকু থেকে নৈমিষারণ্য ঘরে ফিরেছিলেন যোদ্ধা-সন্ন্যাসী

শান্তনু রায়

আজ মহান দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী

উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা বর্তমানে নবরূপে সুসজ্জিত-পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের এই জন্মভূমিতে নবনির্মিত রামমন্দির এ রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এখন সাজো সাজো রব সেখানে। তবে এই প্রাচীন জনপদ অযোধ্যা আজ থেকে প্রায় ৩৯ চল্লিশ বছর আগেও আরো একবার শিরোনামে এসেছিল যখন এখানকার আরো এক 'রামভবনে' ১৯৮৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে এক রহস্যময় সাধুর দেহাবসানের সংবাদে আলোড়িত হয়েছিল এ অঞ্চল, ক্রমে সারা দেশ-জনসমক্ষে এল প্রায় তিন দশকের এক রহস্যঘেরা গুপ্তবাসের কাহিনী। এখানকারই গুপ্তার ঘাটে তাঁর শেষ কৃত্য গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর মাত্র জনা তেরো মানুষের উপস্থিতিতে-আসল পরিচয় সে সময় প্রকাশ হলে সংখ্যাটা হয়তো তেরো লক্ষ। পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় যে ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৫ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং শেষে এই অযোধ্যায় ঐ রহস্যময় সাধু অবাঞ্ছিত মনোযোগ এড়াতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নাম গোপন করে বাস করছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে ভগবানজি ওরফে গুমনামী বাবারূপে পরিচিত সেই অনামা সাধু যখন মারা গেলেন অযোধ্যার রামভবনে আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে তখন ক্রমশ পরিস্ফুট হতে লাগল যে লোকচক্ষুর আড়ালে বাসকরা কিংবদন্তীসম অনামা সেই মানুষটি দীর্ঘদিন আগে আকস্মিকভাবে 'হারিয়ে যাওয়া' এদেশেরই বীরসন্তান সন্ন্যাসী দেশনায়ক এবং স্বাধীনতাযোদ্ধা-পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের অভীপ্সার মূর্ত প্রতীক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ব্যতিরেকে আর কেউ নন। আজ ২৩শে জানুয়ারী-সেই প্রবাদপ্রতিম মানুষটিরই একশ আটাশতম জন্মদিন, যাঁর শেষ পরিনতি আজও,হ্যাঁ স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর পরেও দেশবাসীর কাছে রহস্যাবৃত করে রাখা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। সত্যগোপনের অপচেষ্টায়ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মাঝে মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয় টোকিওর রেঙ্কোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম এদেশে 'ফিরিয়ে আনা' এবং তারপর ডি এন এ টেস্ট করার অবান্তর দাবি (মন্দির ইতিমধ্যে পুড়ে যাওয়ায় ডি এন এ টেস্ট আর সম্ভব নয় জেনেও)। অর্থাৎ যে কোন অজুহাতে ঐ চিতাভস্ম (তা কোন মানুষের কিনা সুনিশ্চিত না হয়েই) এদেশে নিয়ে এসে ফেললেই হলো!অথচ সেই প্রবাদপুরুষের জীবন রহস্যের একটি বিশেষ অধ্যায়ের অনেকটা সময়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্য ও ফইজাবাদ (অযোধ্যা) অঞ্চল- রামভবন-সে সত্যটি বিবেচনায়ও অনিচ্ছুক।

তবে অন্তর্ধান রহস্যের একটা,হয়ত একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যান মেলে প্রায় উনচল্লিশবছর আগের সে ঘটনার সূত্র ধরে। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরপ্রদেশের ফইজাবাদে গুমনামী বাবা (ভগবানজী) নামে সাধুর মৃত্যু/অন্তর্ধান এর পরে ওঠা গুঞ্জন যে তিনি ছিলেন ছদ্মবেশে নেতাজি ক্রমে সত্যের মান্যতা পায় পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে।কারন ঐ সাধুর রামভবনের ডেরা থেকে পুলিশের উদ্ধার করা কয়েকট্রাঙ্ক ভর্তি অনেক বইপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসু। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এলাহবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের আদেশে সেখানে প্রাপ্ত প্রায় ৩০০০ সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত (inventory) হয় এবং এখনও ফইজাবাদ কোষাগারে রক্ষিত।উল্লেখ্য ললিতা বসুর শনাক্ত মতে ঐ সামগ্রী গুলির মধ্যে বসু পরিবারের পুরোনো ফটো এবং অনেকগুলি নেতাজীর ব্যক্তিগত সামগ্রী আছে । এ নিয়ে শোরগোল ওঠে সাময়িকভাবে, যদিও তেমন জনমত গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু ১৯৯৯ সালের ১৪ইমে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠিত হলে সবাই আবার এক আশায় বুক বাঁধেন-এবার সত্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। এন ডি এ সরকারের আমলে গঠিত এই কমিশনের কার্যভার গ্রহণ করে বিচারপতি মুখোপাধ্যায় ভেবেছিলেন ক্ষমতায় তখন যেহেতু কংগ্রেস নয় বিজেপি, কমিশনের তদন্তের কাজ মসৃণভাবেই এগোবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর এই আশা দুরাশায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগল না। অন্যদিকে কমিশনের তদন্ত সমাপ্তির পূর্বেই কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসায় কমিশনকে সরকারের সর্বাত্মক অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবু ২০০৫ সালে দাখিলি রিপোর্টে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি এবং জাপানে রেঙ্কোজী মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম নেতাজীর নয়-কমিশনের এ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দ্ব্যার্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন প্রথম ইউপিএ সরকার রিপোর্টটি সংসদে পেশ করেই,পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ না দিয়ে, তাড়াহুড়ো করে এবং কোন কারণ না দেখিয়েই খারিজ করে দেন।

প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে কিছু নেতাজি গবেষকের গবেষনার প্রকাশ পেয়েছে যে নেতাজি রাশিয়ায় প্রবেশের পর সেখানে বন্দী হলেও ১৯৫৩ এর মার্চে স্তালিনের মৃত্যুর পর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে কোনভাবে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে গোপনে চলে আসতে সমর্থ হন এবং চিন ও নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন জনাকয়েক বিশ্বস্ত সঙ্গী সহ। প্রথমে উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে কিছুদিন নিভৃত বসবাসের পর অন্যত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে বিভিন্ন জায়গার পর ফৈজাবাদের রামভবনে গুমনামী বাবা ছদ্মনামে বাস করতে থাকেন এবং ১৯৮৫তে সেখানেই মারা যান, ভিন্ন মতে আবার অন্তর্ধান। তাঁর এই অবস্থান জানতেন উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণানন্দ এবং পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাবু বানারসী দাসও। রাতের অন্ধকারে সেই আস্তানায় আসত ভি আই পি দের গাড়ি, এমনকী সামরিকবাহিনীর পতাকাবাহী যানও।তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বাংলার বিশিষ্ট নেতাজি অনুগামীদের সাথে যাঁদের অনেকেই ২৩শে জানুয়ারী এবং দুর্গাপুজোর সময় নিয়ম করে সেখানে যেতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সেই ইতিহাস পুরুষের অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে সত্য গোপন করার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা (অপ)কৌশলে আজও ক্ষান্তি নেই —কেন্দ্রে শাসকের পরিবর্তন হলেও এ ব্যাপারে মনোভাব বিশেষ পরিবর্তন হয়নি; সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে...

আজাদ হিন্দ সরকারের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সমারোহে উদযাপনে ও এ উপলক্ষে কিছু সদর্থক ঘোষণায় আনন্দিত দেশবাসী, যাদের হৃদয়ে চিরযোদ্ধা-সন্ন্যাসীর স্থান চিরস্থায়ী,মধ্যে এক আশা জেগেছিল এবার সরকার হয়তো এই ইতিহাস পুরুষের রহস্যজনক অন্তর্ধান ও শেষ পরিনতি সম্পর্কে সত্য দেশেরমানুষকে জানাতেও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কিন্তু দূর্ভাগ্য ও হতাশার এই যে ব্যাপারটা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে; হতাশ দেশবাসীর ক্রমশ অনুভুত হচ্ছে পূর্বতন সরকারের কণ্ঠস্বর ও আচরণই যেন ধ্বনিত ও প্রতিফলিত বর্তমান সরকারের উবাচ ও দেহভাষায় ইদানীংএ মনে করার কারণ ঘটছে যে নেতাজির প্রতি মনোভাবে ও আচরণে দিল্লীর তখতে বসা সর্বভারতীয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিশেষ কোন পার্থক্য হয়ত নেই, প্রয়োজনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর নাম ব্যবহার ব্যতীত যদিও সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গেটের সামনে নেতাজির মূর্তির আবরণ উন্মোচন ও আলোকয়ানের ব্যবস্থা মাধ্যমে স্বীকৃতিদানে পুনরায় একবার হয়ত ক্ষীণ আশা জেগেছিল এই সন্ন্যাসী দেশনায়কের শেষ পরিণতি সম্বন্ধীয় এ যাবৎ ইচ্ছাকৃতও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাখা রহস্য উন্মোচনের সম্ভাবনায়।

উল্লেখ্য শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টের পর্যবেক্ষন খণ্ডনকরে ইতিমধ্যেই অধুনা প্রয়াত সাংবাদিক বরুন সেনগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে ইদানীং লেখক সাংবাদিক অনুজ ধর ও অন্যান্য নেতাজি গবেষকরাও তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে বিমানদূর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু এক সাজান ঘটনামাত্র গুমনামিবাবাই যে নেতাজি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন অনেক গ্রন্থকার পরবর্তীতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। এই প্রেক্ষিতে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে সম্প্রতি বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক সায়ক সেন কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন ,মুখার্জি কমিশনের তত্ত্বাবাধানে গুমনামি বাবার যে ডিএন এ টেস্ট করা হয় তার ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট কোলকাতার সি এফ এস এল-এ রয়েছে কিনা না থাকলে রিপোটর্টি নষ্ট করার সরকারি আদেশের অনুলিপি রিপোর্টটি থাকলে যেহেতু মুখার্জি কমিশনে তা দেওয়া হয়নি এবং যেহেতু মুখার্জি কমিশনেরও অবলুপ্তি ঘটেছ তাই তৃতীয় পক্ষের হাতে সেগুলি যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তা দরখাস্তকারীকেই দেওয়া হোক এর উত্তরে সি এফ এস এল-এ পক্ষ থেকে দরখাস্তকারীকে জানানো হয়-জনৈক গুমনামি বাবার দাঁতের ডিএনএ টেস্টের ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট এই ল্যাবরেটরিতেই আছে, কিন্তু আর টি আই অ্যাক্ট ২০০৫ এর ৮(১)(এ) ও (ই) ছাড়াও ১১(১) ধারায় নির্দিষ্ট এই রিপোর্টের কপি হস্তান্তর করা যাবে না অস্যার্থে জনৈক গুমনামী বাবার দাঁতের ডিএন এ টেস্ট্রে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে দেশের সার্বভৌমত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়বে এবং হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারে যা অতীব বিস্ময়কর।

প্রসঙ্গত ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম (Electropherogram) রিপোর্টের ভিত্তিতেই ডি এন এ টেস্টের ফলাফল নির্নিত হয় মুখার্জি কমিশনের কাছে দাখিলি গুমনামি বাবা ডি এন এ রিপোর্টও এভাবেই প্রস্তুত হওয়া কথা যদিও লক্ষ্যনীয় এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট বা তার কোন অনুলিপি ডি এন এ রিপোর্টের সঙ্গে সন্নিবেশিত না হওয়ায় তা কমিশনের নজরে আসার বা এর বা তার ভিত্তিতে দ্বিতীয় কোন অভিমত গ্রহণও সম্ভব ছিল না এখন সি এফ এস এল এর এই জনমানসে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী উত্তরের মর্মার্থের জাগে প্রশ্ন- কেন ও কিভাবে? কারণ এতদিন ধরে তো নেতাজির বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও তাঁর বিশিষ্ট অনুগামীদেরও দাবি এককথায় উড়িয়ে দিয়ে সরকার ও বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু গল্প প্রতিষ্ঠা দিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কোন মহল থেকে বলা হত যে গুমনামি বাবা বা ভগবানজী একজন সাধারন সাধু মাত্র,আদৌ নেতাজি নন; কেউ বা আরো একটু এগিয়ে বলতেন-প্ল্যান্টেড-ভণ্ড প্রতারক তাহলে কিসের ভিত্তিতে এখন বোধ হচ্ছে যে এই সাধারন সাধুর ডি এন এ টেস্ট্রে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়বে কিংবা দেশের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হতে পারে?

প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে কিছু নেতাজি গবেষকের গবেষনার প্রকাশ পেয়েছে যে নেতাজি রাশিয়ায় প্রবেশের পর সেখানে বন্দী হলেও ১৯৫৩ এর মার্চে স্তালিনের মৃত্যুর পর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে কোনভাবে সোভিয়েত রাশিয়া গোপনে ত্যাগ করে চিন ও নেপালের মধ্য দিয়ে ভারতে চলে আসতে সমর্থ হন এবং প্রথমে উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে-এরপর বিভিন্ন জায়গার পর ফৈজাবাদের রামভবনে গুমনামী বাবা ছদ্মনামে বাস করতে থাকেন এবং ১৯৮৫তে সেখানেই মারা যান,ভিন্ন মতে অবশ্য আবার অন্তর্ধান।

প্রসঙ্গত গুমনামী বাবাই নেতাজি কিনা এ প্রশ্নে কমিশন কোন সিদ্ধান্তে আসেননি,যদিও অনেকে এ ব্যাপারে কমিশনের এক দোদ্যুল্যমানতা বা সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ্য করেছেন।তবে চূড়ান্ত প্রমানের (clinching evidence) 'অভাবে' গুমনামি বাবাই নেতাজী ছিলেন-এ তত্ত্ব প্রমানিত বলে সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্ত কমিশন অবশ্য এমন সম্ভাবনা খারিজও করে দেন নি। কমিশন গুমনামীবাবার প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার অন্যতম কারন হিসেবে দু'টি হাতের লেখা যে একই ব্যক্তির এই মর্মে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমানাদির অভাব ও ঐ ডি এন এ রিপোর্টের উল্লেখ করে ছিলেন ।যদিও হাতের লেখা দুটি যে একই ব্যাক্তির তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন হস্তলিপি বিশারদ কার্ল বাগ্নেটের রিপোর্টে।

অন্যদিকে গুমনামী বাবার পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য প্রধানত ললিতা বসুর আবেদনক্রমে এলাহবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের ২০১৩র নির্দেশে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে এ ব্যাপারে বিচারপতি বিষ্ণু সহায়ের নেতৃত্বে গঠিত এক সদস্যের কমিশন ২০১৭ র সেপ্টেম্বরে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতেও কৌশলে দায় এড়িয়ে গেছেন। ২০১৯ এর ১৯শে ডিসেমর লক্ষ্ণৌয়ে রাজ্য বিধানসভার শেষ দিনে কমিশনের রিপোর্টটি পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকার ।উল্লেখ্য যদিও সে কমিশনেও অধিকাংশ সাক্ষীই বলেছেন যে গুমনামীবাবাই নেতাজি কিন্তু কমিশন গুমনামীবাবা ও নেতাজির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্যের উল্লেখ করলেও শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এসেছেন যাতে সত্য উচ্চারণের অনীহাই প্রতিফলিত।

আর রাজধানীর ক্ষমতার অলিন্দের কর্তাব্যক্তিদের এব্যাপারে 'মাইন্ডসেট' কেমন তা সহজেই অনুধাবন করা যায় ২০১৯ এর ১৮ই আগষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কম্যান্ডার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 'মৃত্যুবার্ষিকীতে' প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর টুইটটি থেকে। এ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড়ে ও বিভিন্ন মহলের তীব্র সমালোচনার মুখে অবশ্য টুইটটি অবশেষে প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

গুমনামী বাবাই যে নেতাজি এই সত্যকে নস্যাৎ করতেই মাঝে মাঝে রেঙ্কোজী মন্দিরের 'চিতাভস্ম' ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব কৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায়। যদিও নেতাজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র বসুর জীবদ্দশায় নেতাজি পরিবারের একজন ব্যতীত অন্য সকল সদস্যরা এক যৌথ লিখিত বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে রেঙ্কোজি মন্দিরে রক্ষিত ছাই নেতাজির চিতাভস্ম নয় এবং তাঁরা ঐ ছাই ভারতে আনার বিরোধী; তাঁদের মতে ঐ ছাই ভারতে এনে দেশবাসীর কাছে তা নেতাজির চিতাভস্ম হিসেবে উপস্থাপনের অসাধু চেষ্টা এক তঞ্চকতা। তবে সমস্যা হল, বসুপরিবারের বর্তমান সদস্যরা এব্যাপারে ঐক্যমত নন। একটি অংশ তো নেহরু সরকারের প্রচারিত বিমানদূর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প প্রতিষ্ঠা করতে সদাসচেষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দাক্ষিণ্য বর্ষেছে এঁদের প্রতি, ফলত প্রচারের আলোও সুকৌশলে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছেন এঁরা। যদিও বসুপরিবারের যারা বিমান দূর্ঘটনার গল্প বিশ্বাস করেন না তাঁদের অনেকেরও নেতাজিই যে গুমনামিবাবা এমত বিশ্বাসে আপত্তি। এর জন্য মুখার্জীকমিশনের সিদ্ধান্তহীনতা পরোক্ষে দায়ী কিনা এ প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যায় না।তবে এই সুযোগে যারা বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প প্রতিষ্ঠিত করতে সদাতৎপর তারাও মাঝে মধ্যে জেগে ওঠেন। এদের অনেকেই ১৯৪৫সালের আগে নেতাজীকে না দেখলেও এমনকী তখন জন্মগ্রহণ না করলেও পরিবারের সদস্য হওয়ার দাবিতে এখন উচ্চকিত স্বরে বলে উঠছেন নেতাজি যে এমন এক সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারেন এমন ভাবনাই নাকি তাঁর প্রতি ঘোর অসম্মান-তাই তাঁকে তাইহোকুতেই মেরে ফেলতে এঁরা বদ্ধপরিকর। গুমনামী চলচ্চিত্রটিও বন্ধ করে দিতেও তৎপর এঁরা বিমান দূর্ঘটনার যে গল্প খাইয়ে আসছেন এযাবৎ তার ভিন্ন চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে দিতেও রাজী নন।

নেতাজির এই ১২৭ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উপলক্ষকেও এরা এই সুযোগে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা করবেন বৈকি! এ সুযোগে একদলের প্রচেষ্টা চলবে কৌশলে কেবলমাত্র,কংগ্রেস সভাপতি হয়েও সব ছেড়ে দেশ থেকে চলে গিয়ে বর্হিসাহায্যে দেশকে স্বাধীন করতে চাওয়া 'মিসগাইডেড প্যাট্রিয়ট'কে উপস্থাপনের; এঁরা গান্ধী টুপি পরিহিত সুভাষচন্দ্রকেই কেবলমাত্র চিনতে ইচ্ছুক। আরেকদল ঈর্ষাপরায়ন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও সচেষ্ট থাকবেন তাদের 'বামপন্থা'র ফ্রেমে তিনি কতখানি আঁটেন সেই তুল্যমূল্য বিচারে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে চলবে তাঁকে আত্মসাৎ করার দলীয় লক্ষ্যে 'শ্রদ্ধা' প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা-কথার ফুলঝুরি, ভণিতাও। যদিও তাঁর মতাদর্শ অনুশীলন ও বাস্তবায়ন কিংবা তাঁর শেষ পরিণতির রহস্যভেদ, কোনও ব্যাপারেই তাদের নেই আন্তরিকতা বা দায়বদ্ধতা।

তবে ভারতের জনমানসের এক অব্যক্ত সুগভীর ব্যাথার সাথে আজও আকুল অপার কৌতুহল — যে প্রিয় ভুমির স্বাধীনতার- দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি দুর্গমতম পথে নির্দ্বিধায় পরিক্রমন করেছেন আজীবন নিজের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে, অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেও তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন না কেন-কারা দায়ী সেজন্য? তিনি কি ইতিমধ্যে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন, নাকি এখনও অন্তরালে?

আর কতদিন রহস্যাবৃত থাকবে সেই অনন্য ইতিহাসপুরুষের অন্তিম পরিনতির ইতিহাস, অধীর প্রতীক্ষারত দেশবাসীর এ আক্ষেপই আবার হয়ত অনুরণিত হবে আরো এক তেইশে জানুয়ারীতে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের ভন্ডামি যাত্রা কটাক্ষ বিজেপির, রামকে নিয়ে রাজনীতির দাবি শাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: আজ, সোমবার অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। যে কারণেই দেশজুড়ে সমস্ত সনাতনী ধর্মের মানুষরা অসময়ে দীপাবলি পালন করছেন। একই ভাবে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিজের বিধানসভা ভরিয়ে তুলেছেন। কোথাও রামমন্দিরে পুজো দিচ্ছেন তিনি, কোথাও আবার এলাকার মানুষদের নিজের হাতে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করছেন।

কর্মসূচি শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি, প্রায় ৫০০ বছর ধরে ভগবান রাম ত্রিপলের নীচে ছিলেন। আজকে নিজের গৃহে প্রবেশ করেছেন। সেই উপলক্ষে সকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি তৃণমূলের কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'এটা তৃণমূলের ভন্ডামি যাত্রা, এটা মানুষ ভালো ভাবে নেবে না, যে চোরগুলো মানুষের টাকা নিয়েছে, সেগুলি এদিন রাস্তায় বেরিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই সম্প্রীতি রয়েছে।' অন্যদিকে জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জয়পুরে একটি সংহতি মিছিলের আয়োজন করা হয় যার অগ্রভাগে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ হেঁটেছেন। তার পেছনে ব্লক সভাপতি বিধায়ক সহ হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁরা এই সম্প্রীতির মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক বটব্যাল জানান, রামকে নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি, 'রামমন্দির হোক কিন্তু রামকে নিয়ে যেন রাজনীতি না করে বিজেপি।' রামকে নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে বলেই তাঁরা মিছিলে নেমেছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

বীরভূমে রামকে ঘিরে শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, তৃণমূলের সংহতি দিবস

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বীরভূমেও ঘরে ঘরে বাঁজল শঙ্খধ্বনি, জ্বালানো হল মঙ্গল প্রদীপ ও মোদির আহবানে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দীপাবলি। সোমবার সকাল থেকেই সমগ্র বীরভূম জুড়ে এই উপলক্ষে ছিল সাজ সাজ রব। ভোর থেকেই শুরু হয়েছিল হনুমান মন্দিরে রামকথা, হনুমান চল্লিশা, কোথাওবা ভজন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীরভূম জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। সোমবার সারা রাত ধরে শিল্পীদের হাতের কারুকার্যে ফুটে উঠেছে শ্রীরাম। সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের ছোড়াতে অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা আয়োজনের পাশাপাশি সীতা মায়ের প্রিয় আশ্রয় অশোক গাছ রোপণ করা হয় মন্দির চত্বরে। এরপরই বিশেষ শোভাযাত্রা বের হয় সিউড়ি চৈতালি মোড়ে। রামমন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা আয়োজন করা হয়। সিউড়ি কলেজ পাড়ায় হনুমান মন্দিরে অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষকে সামনে রেখে বিশেষ পুজো আয়োজন করা হয়। সিউড়ি রেড রোজ ক্লাবে রামের মূর্তি পূজা করা হয়। সেখানে ভক্তদের সঙ্গে বিশেষ পুজো ও আহুতি দেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পুজো অর্চনা ও শোভাযাত্রার চিত্র বোলপুর সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর, রামপুরহাটেও। তবে এই বিশেষ দিনে সংহতি দিবস উদযাপন করে মিছিলের আয়োজন করে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বিকেলে সিউড়ি শহর ও সিউড়ি এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা মিছিলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের চিত্র ধরা পড়ে।

প্রতিবন্ধী হলেও মনের জোরে জীবনযুদ্ধ লড়ছেন বিশ্বরূপ

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায় ● বাঁকুড়া

কব্জি থেকে হাতের কোনও আঙুল নেই একটা পায়ের পাতার অর্ধেকের বেশি অংশ নেই অথচ তিনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর নিজের সংসারকে চালানোর জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েকে মানুষ করার পাশাপাশি বিধবা মায়ের ভরণপোষণ চালানোর জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলেও মনের জোরে এগিয়ে চলেছেন তিনি। তিনি বাঁকুড়া ২ ব্লকের কস্টিয়া অঞ্চলের বছর ৩১ বিশ্বরূপ সুর। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ হয়েও তাঁর জীবনযুদ্ধের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। একজন বাউল শিল্পী, পরিবারের উপার্জন চালাতে তিনি বাউল সংগীতের পাশাপাশি লটারি বিক্রি করেন। এর মধ্যে তিনি আবার রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে থাকেন। তবে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো তার জীবন নয়, বাড়িতে আছে তাঁর দুই শিশু, এক ছেলে এবং এক মেয়ে। এরই মধ্যে তাঁর ছোট্ট পুত্রসন্তান জন্ম থেকে উঠে বসার ক্ষমতা হারিয়েছে। সবসময় কোলেই রাখতে হয়। এই প্রতিবন্ধী শিশুকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখাশোনা করার দায়িত্ব বিশ্বরূপবাবুর, কারণ তাঁর প্রিয় চলে গিয়েছে এই পৃথিবী ছেড়ে মাত্র আড়াই মাস হল। আছে দু' বছরের একটি কন্যাসন্তান। পাশাপাশি তাঁর বিধবা মা। তাঁর হাতের অর্ধেক অংশ না থাকলেও, কব্জি থেকে দুটো হাতেই সমস্ত কাজ করে চলেছেন অবলীলাক্রমে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [রুল ৮(১)]

এতদ্বারা অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**মেসার্স শিব শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী শ্রী অবিনাশ সর্দার (ঋণগ্রহীতা), শ্রী সমর সর্দার (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) এবং শ্রী শঙ্কর সর্দার (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)** **শাখা : উস্তি শাখা**	১৫.০২.২০২৩ এবং ১৬.০১.২০২৪	**৪৩,৫৩,৮১৬.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ তিপান্ন হাজার আটশ ষোলো টাকা) টাকা** ২৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং মূল্য সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত জমি এবং তদস্থিত ভবন শ্রী সমর সরদার এবং শ্রী শঙ্কর সরদার উভয়ের পিতা ধীরেন্দ্র নাথ সরদার এর নামে, ঠিকানা : শ্যামলী, পো : নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪, রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল উল্লেখ্য নং ১৫১১/১৭ তাং ২৯.০৩.২০১৭, খতিয়ান নং : ২৭৫ (পুরানো) ২৯১৮ এবং ২৭৮১ (নতুন), সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত দোতলা ইটের তৈরি আরসিসি ছাদ বিশিষ্ট ভবন, একতলায় দুই কক্ষ, এক বারান্দা, এক টয়লেট পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫৯.০০ বর্গফুট। এছাড়া দুইটি ইটের তৈরি আরটি শেড নির্মাণ বর্তমান দোতলা ভবনের অতিরিক্তে পরিমাণ ২০০.০০ বর্গফুট, রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত অবস্থিত শ্যামলী, পো: নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪। মোট এরিয়া জমির ১৩.৭৩৫৩ ডেসিমেল, দাগ নং ৪৯৩৭, ৪৯৫৭, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫১, আরএস নং ৯২, সাব রেজিস্ট্রি অফিস : বিষ্ণুপুর, মৌজা : রসপুঞ্জ, পরগনা : বালিয়া, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অমর সরদার, পশ্চিমে : আয়ুষলা সরদার সমন্বিত।
২.	**মেসার্স সুকাইনা টেক্সটাইল, স্বত্বাধিকারী শাদাব হুসেন, শ্রী শাদাব হুসেন, (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** **শাখা : খিদিরপুর শাখা**	১৮.০৮.২০২৩ এবং ১৬.০১.২০২৪	**৪২,১৮,৫৯৬.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ আঠার হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা** ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং মূল্য সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি এক কাঠা ৬ ১/২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত বি-২৭, আয়রন গেট রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৪, প্লট নং ৪০৩, খতিয়ান নং ১৫৮, সিট নং ১১৮, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : গার্ডেন রিচ, কলকাতা : ৭০০০২৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৯, দলিল নং ১২৯৩০-২০০৭, রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস : ১ কলকাতা, সম্পত্তি মির্জা শাদাব হোসেন, পিতা সিকান্দার মির্জার নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে প্রেমিসেস বি-২৮, আয়রন গেট রোড, দক্ষিণে : নাজির হোসেনের জমি এবং ভবন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং বি-১৫, আয়রন গেট রোড, কলিন এবং অন্যান্য, পশ্চিমে : গোলাম হোসেন এর জমি এবং ভবন, বি-২৭, আয়রন গেড রোডের মধ্যস্থলে, কলকাতা : ৭০০০২৪।

তারিখ : ১৬.০১.২০২৪, স্থান : কলকাতা | **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন ভারা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U72900WB2014PTC199722
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলকাতা পব ৭০০০০৭ ভারত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ('কোম্পানি') **চালু সংস্থা** হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ (ইক্যুইটি শেয়ার সহ) অথবা রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে দুই ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	**কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত)** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	১,৩৬,৪৬,৮৮০.০০ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশ আশি টাকা)	১৩,৬৪,৮৮৮.০০ টাকা (তেরো লাখ চৌষট্টি হাজার আটশ অষ্টআশি টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)
কোনও কারণে ই-নিলাম ব্লক-এ অধীনে সফল হলে পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়া ব্লক-বি অধীনে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে।				
খ	**সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ডি) অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে			
	ভারা ইনফ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড, CIN U30009WB1999PTC090277-এর শেয়ারসমূহ - ৯৯৩২০টি ইক্যুইটি শেয়ার, প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা	১,৩৬,৪৬,৮৮০.০০ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশ আশি টাকা)	১৩,৬৪,৮৮৮.০০ টাকা (তেরো লাখ চৌষট্টি হাজার আটশ অষ্টআশি টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ব্লক-এ-এর জন্য : ২৩.০২.২০২৪ বেলা ১১.৩০টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত এবং ব্লক-বি-এর জন্য ২৩.০২.২০২৪ বেলা ২.৩০টা থেকে বেলা ৪.৩০টা পর্যন্ত
২. উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ : ০৭.০২.২০২৪
৩. নিলাম প্রক্রিয়াধীন অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ : ১৯.০২.২০২৪
৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২১.০২.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৩.০২.২০২৪ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। **ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.bahula@gmail.com থেকে।**

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : **IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148**
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০১.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

---

(This is only an advertisement for information purpose and not a prospectus announcement. Not for Release or Distribution in the United States.)

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

MEGATHERM INDUCTION LIMITED

(Formerly known as Megatherm Induction Private Limited) CIN: U31900WB2010PLC154236

Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" on October 22, 2010 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Further, pursuant to the special resolution passed by the shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on September 16, 2015 the name of our Company was changed from "Megatherm Transmission & Distribution Private Limited" to "Megatherm Induction Private Limited" and a fresh Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal dated September 23, 2015. Subsequently, pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting, held on November 15, 2022, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Megatherm Induction Private Limited" to "Megatherm Induction Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated December 20, 2022, issued by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. For further details of Incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 131 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India.
Tel No: + 91 33 4088 6200; **E-mail:** cs@megatherm.com; **Website:** www.megatherm.com; **CIN:** U31900WB2010PLC154236; **Contact Person:** Abanti Saha Basu, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTER: SHESADRI BHUSAN CHANDA, SATADRI CHANDA AND MEGATHERM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 49,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF MEGATHERM INDUCTION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "MIL" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,50,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 47,41,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS IS HERE INAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.16% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

BID/ISSUE PROGRAM
BID/ ISSUE OPENS ON[(1)]: MONDAY, JANUARY 29, 2024
BID/ ISSUE CLOSES ON: WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024

[(1)]The Anchor Investor Biding Date shall be one Working Day prior to the Bid/ Issue Opening Date i.e., Thursday, January 25, 2024 in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

CORRIGENDUM TO THE PRE-ISSUE & PRICE BAND ADVERTISEMENT PUBLISHED ON JANUARY 19, 2024

This is with reference to the Pre-Issue & Price Band Advertisement published on January 19, 2024 in English National Daily "Business Standard" (all editions), Hindi National Daily "Business Standard" (all edition) and in Kolkata edition of Ekdin (Bengali) in relation to the Issue. Investors should note that the Issue Period shall be from Monday, January 29, 2024 to Wednesday, January 31, 2024. The Issue was earlier scheduled to opens on Thursday, January 25, 2024. All capitalized term used in the notice shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed in the Red Herring Prospectus on January 18, 2024 and Pre-Issue & Price Band Advertisement published on January 19, 2024.

CORRIGENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS

This corrigendum should be read with Red Herring Prospectus dated January 18, 2024 filed with Registrar of Companies, Kolkata, for Book Built Issue of 49,92,000 Equity Shares of Megatherm Induction Limited. The company intends to open the Issue on Monday, January 29, 2024. Investors should note the following updates:

1) The Issue Opening Date in the Red Herring Prospectus should be read as Monday, January 29, 2024 and the Issue Closing date in the Red Herring Prospectus should be read as Wednesday, January 31, 2024;
2) The Anchor Investor Biding Date in the Red Herring Prospectus should be read as Thursday, January 25, 2024;
3) The Issue Program should be read as follows:

Event	Indicative Dates
Bid/ Issue Opening Date	Monday, January 29, 2024
Bid/ Issue Closing Date	Wednesday, January 31, 2024
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	On or about Thursday, February 01, 2024
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account (T+2)	On or about Friday, February 02, 2024
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees (T+2)	On or about Friday, February 02, 2024
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	On or about Monday, February 05, 2024

4) The number of Shares pledged or otherwise encumbered under the category "promoter & promoter group" on page 64 of the Red herring Prospectus should be read as 30,00,000 equity shares i.e. 21.90% of total Shares held by the promoter & promoter group.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
HEM SECURITIES LIMITED **Address:** 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India **Tel. No.:** +91-22-4906 0000; **Email:** ib@hemsecurities.com **Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com **Website:** www.hemsecurities.com **Contact Person:** Sourabh Garg **SEBI Reg. No.:** INM000010981	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address:** S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, Maharashtra, India. **Telephone:** +91 22 6263 8200; **Facsimile:** +91 22 6263 8299 **Email:** ipo@bigshareonline.com; **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com; **Contact Person:** Mr. Babu Rapheal **SEBI Registration Number:** MB/INR000001385; **CIN:** U99999MH1994PTC076534	**Abanti Saha Basu** **MEGATHERM INDUCTION LIMITED** **Address:** Plot- L1 Block GP, Sector V, Electronics Complex, Saltlake City Kolkata-700091, West Bengal, India. ; **Tel. No.** + 91 33 4088 6200; **E-mail:** cs@megatherm.com; **Website:** www.megatherm.com; **CIN:** U31900WB2010PLC154236 Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus and the Pre-Issue & Price Band Advertisement.

On behalf of Board of Directors
Megatherm Induction Limited
Sd/-
Abanti Saha Basu
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: January 22, 2024

Megatherm Induction Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated January 18, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLMs at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৮/১, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা ৭০০০১৭
CIN : L14109WB1988PLC043934
ফোন +৯১ ৩৩ ২২৮১১৩৯৬/৭;
ইমেল : cs@umaexports.net.in; ওয়েবসাইট : www.umaexports.net.in

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেডের সদস্যদের ("কোম্পানি") এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানির বিধি ২০, ২২ এর সাথে পড়ুন (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪। সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এর সাথে ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে পড়া হয়েছে। ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০। ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় ('এমসিএ সার্কুলারস') কর্তৃক ইস্যুকৃত, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং ("এসএস-২") দ্বারা জারি করা ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য যে কোনও প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান (যেকোনও সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) আপাতত বলবৎ সহ), কোম্পানি বিশেষ রেজোলিউশনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবসার জন্য সদস্যদের অনুমোদনের জন্য ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (অর্থাৎ দূরবর্তী ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ('নোটিশ') সহ পাঠানো হযেছে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ('নোটিশ') বৈদ্যুতিন কপি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সোমবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সদস্যদের রেজিস্টার/উপকারী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে ("এনএসডিএল") এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") শুক্রবার, ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ (কাট অফ ডেট) এবং যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ডাক ব্যালটের জন্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খামের সাথে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে না। পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখিত নথিগুলি পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ এবং পরিদর্শন করতে আগ্রহী সদস্যরা cs@umaexports.net.in-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন।
বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যেমন http://www.umaexports.net/ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড https//www.bseindia.com/ এবং https://www.nseindia.com/ এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com-এ।
এমসিএ সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং এর ফলে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা সাময়িকভাবে কোম্পানির আরটিএ মেসার্স মাস সার্ভিসেস লিমিটেড-এ তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করতে পারেন এবং https//www.masserv.com/ লিংকে ক্লিক করে ই-মেইলের সফল রেজিস্ট্রেশনের পরে সদস্য এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ নোটিশের সফ্ট কপি এবং ই-ভোটিং পদ্ধতি পাবেন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে সদস্য বিনিয়োগকারী investor@masserv.com এ লিখতে পারেন।
কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ :

ই-ভোটিং শুরু	মঙ্গলবার ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ সকাল ৯টা (আইএসটি)
ই-ভোটিং সমাপ্ত	বুধবার ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বিকেল ৫টা (আইএসটি)

রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করবে। এই সময়ের মধ্যে, ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ ('কাট-অফ তারিখ') শুক্রবার পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা শারীরিক আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিতে পারেন। একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয় না। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট অফ তারিখ অনুযায়ী সদস্য নন শুধুমাত্র তথ্যের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করবে।
কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ শ্রী মহ. শাহনওয়াজ (সদস্য সংখ্যা ACS 21427; CP No 15076) স্বত্বাধিকারী মেসার্স এম শাহনওয়াজ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য।
স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা কোম্পানির কোনো অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এর আগে ঘোষণা করা হবে। উল্লিখিত ফলাফলগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই") এবং বিএসই লিমিটেড ("বিএসই") যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। উপরন্তু, কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.umaexports.net/ এবং এনএসডিএল www.evoting. nsdl.com ওয়েবসাইটেও ফলাফল আপলোড করা হবে।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ অথবা অমিত বিশালকে একটি অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.co.in-এ।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড
স্বা/-
স্মৃতি সিং রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০১.২০২৪

একই বাড়ি থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার তারকেশ্বরে, ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল হুগলির তারকেশ্বরবাসী। একই বাড়ি থেকে তিনজন ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার। মা ও দিদিকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে আত্মঘাতী ছেলে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা পঞ্চায়েতের বিশ্বাস পাড়া এলাকায়। তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতরা হলেন মা বিজলি মাইতি, দিদি সুজাতা মাইতি, ও ছেলে শুভম মাইতি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মা ও দিদিকে প্রথমে আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে মারে ছেলে শুভম মাইতি। তারপর নিজের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যায় করে। তবে কি কারণে এই

ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি এবং বাড়ি থেকে পোড়া গন্ধ বের হয়। এরপরই দরজা ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখা যায় মা ও মেয়ে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে এবং ছেলে ছাদের সিলিং থেকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে। খবর দেওয়া হয় তারকেশ্বর থানায়। পুলিশ এসে মৃত দেহ উদ্ধার করে। পরিবারের দাবি পারিবারিক অশান্তির কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দিনই ওই বাড়িতে নিজেদের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। বচসা থেকে বহুবার মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। হয়তো সেই অশান্তি থেকেই ঘটনা ঘটতে পারে। সবমিলিয়ে একই সঙ্গে তিনটি মৃতদেহ একই বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ায় শোরগোল পড়ে যায় ওই এলাকায়।

তৃণমূলের সংহতি যাত্রায় বনগাঁয় গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূলের সংহতি যাত্রায় বনগাঁয় গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে, কটাক্ষ বিজেপির, যদিও মানতে নারাজ তৃণমূল। একদিকে গোটা দেশ জুড়ে যখন রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে উৎসব পালন হচ্ছে অন্যদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বনগাঁ শহরে তৃণমূলের সংহতি যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই সংহতি যাত্রাকে ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে আসে। বনগাঁ পুরসভার কর্মক্ষেত্র মাঠ থেকে মিছিলের জন্য সবাই জড়ো হলেও দেখা গিয়েছে একদিকে বনগাঁ

সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নেতৃত্বে গ্রামীণ এলাকার তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে একটি মিছিল করা হয়। অন্যদিকে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের নিয়ে শহরের মিছিল করা হয় একই জায়গায়। যা নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, আজকের এই মিছিল থেকে প্রমাণ তৃণমূলের কত গোষ্ঠী। শুধুমাত্র এই দুটো নয় আরও অনেক গোষ্ঠী রয়েছে তৃণমূলের। যদি গোষ্ঠীকোন্দলের তথ্য মানতে নারাজ তৃণমূল শিবির। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, এখানে গোষ্ঠীকোন্দলের কোনও বিষয় নেই পরপর মিছিল রয়েছে। পাশাপাশি রামমন্দির নিয়ে বলেন, রাম সকলের কিন্তু বিজেপি রাজনীতি করছে। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন,অনেক লোক তাই দুটো ভাগে এই মিছিল এখানে কোনও গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয় নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারকে সংহতি মিছিল শেষে কটাক্ষ নারায়ণ গোস্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: দেশটা তোমার বাপের নাকি করছো ছলা কলা, গানের লাইনে গেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংহতি মিছিল শেষে কটাক্ষ নারায়ণ গোস্বামীর। হাবড়ায় হাজার চারেক কর্মী সমর্থক নিয়ে সংহতি মিছিল করল তৃণমূল। মিছিলে হাজির ছিলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। সোমবার বিকেলে হাবড়া দেশবন্ধু পার্ক থেকে যশোর রোড ধরে এই মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় জয়গাছি সুপারমার্কেটে এসে। হাবড়ায় সংহতি মিছিলের শেষে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী জয়গাছি অস্থায়ী মঞ্চ থেকে বিজেপির নাম না করে বলেন, রাম সবার কিন্তু রামকে নিয়ে রাজনীতি মেনে নেওয়া যায় না। এরপরেই তিনি বলেন, আজকের প্রেক্ষাপটে বাংলাদের একটি গান গাইতে ইচ্ছে করেছে। এই বলেই নারায়ণ গোস্বামী গান শুরু করলেন। তার গানের উক্তি ছিল, 'দেশটা তোমার বাপের নাকি -করছো ছলা কলা, কিছু বললেই ধরছো চেপে জনগণের গলা, মনে রেখো রক্ত দিয়ে দেশ পেয়েছি, প্রতিদানে রক্ত দিয়ে দেশ বাঁচাতে রাজি আছি। ভয় দেখিয়ে হবে না রে কাম ও যদু রাম।' আর গানের শেষে তিনি তৃণমূলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, যতই চাপ আসুক লোকসভা ভোটে যেই প্রার্থী হোক না কেন হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে তাকে জেতাতে হবে। আর সব শেষে বিধায়ককে এই গান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে - আমি তো একটু শিল্পী মানুষ আছি - তাই আমার মনে হয়েছে আমাদের দেশের জন্য এই গানটি অ্যাপ্লিকেবল।

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ১০ কণ্ঠে গীতাপাঠ ও শোভাযাত্রা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২২ জানুয়ারি সোমবার ঐতিহাসিক দিন, অযোধ্যায় প্রভু রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই উপলক্ষ্যে সারা দেশ উৎসবে মেতে ওঠে। দীর্ঘ ৫০০ বছরের অবসান ঘটিয়ে রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির উদ্বোধন হয়। উৎসবের আঁচ এসে পড়েছে হুগলির আরামবাগেও। এদিন সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন মন্দিরে পুজো পাঠের সঙ্গে গীতাপাঠ ও জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হয় প্রভু রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সরাসরি সম্প্রসারণ। আরামবাগ শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাম মন্দির উদ্বোধনের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয় এলইডি টিভির মাধ্যমে। এদিন সকালে রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শোভাযাত্রাটি বজরং বাহিনীর মন্দির থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে। এই উপলক্ষ্যে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। শোভাযাত্রায় ছিলেন আরামবাগ বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা

পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ, কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। পাশাপাশি অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ১০ কণ্ঠে গীতা পাঠ শুরু হয় আরামবাগ শহরে। এছাড়াও এদিন খানাকুলের অরুন্ডা অঞ্চলে ভগবান রামচন্দ্রের পুজোপাঠের পর বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বাইক মিছিল করা হয়। অপরদিকে আরামবাগের দৌলতপুর এলাকার বজরং মন্দিরে পুজোপাঠ হয়। এই বিষয়ে বজরং কমিটির সদস্য কার্ত্তিক দত্ত বলেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্বের দিন। একটা ঐতিহাসিক দিন। ভগবান রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। আরামবাগের গৌরহাটি মোড় সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে আসা পুণ্যার্থী মালা গায়েন বলেন, পুজো দেওয়ার পাশাপাশি পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। ভারতবাসীর মঙ্গল কামনা করলাম। আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, এই দিনটা একটা বিশেষ দিন। ৫০০ বছরের কলঙ্কময় অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। ভগবান রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পুজোপাঠের পাশাপাশি সেবা কার্য চলছে। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, এদিন ভগবান রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই জন্য সকালে একটি শোভাযাত্রা করা হয় এবং ১০ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয় আরামবাগে। কয়েক হাজার মানুষ এদিন সমবেত হয়েছিল।

৩ কোটি টাকার বেশি সোনা সহ ধৃত এক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ৩ কোটি টাকার বেশি সোনা সহ ধৃত এক পাচারকারী। উত্তর ২৪ পরগনার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আংরাইলে ৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফের হাতে তিন কোটি টাকার বেশি মূল্যের সোনার বিস্কুট-সহ আটক এক পাচারকারী। বিএসএফ জানিয়েছে,বাজেয়াপ্ত সোনার ওজন ৪ কেজি ৮২৯ গ্রাম। যার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বিএসএফ সূত্র খবর, সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে তিন পাচারকারী ইছামতি তীর লাগোয়া বাঁশ বাগানের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় বিএসএফের নজরে

পড়ে। কর্মরত বিএসএফ জওয়ানেরা লক্ষ্য করে তারা ব্যাগে করে কিছু একটা আনছে। এরপর তাদের ধাওয়া করলে দু'জন সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেলে সোনার বিস্কুট সহ এক পাচারকারীকে আটক করে বিএসএফ। ধৃত পাচারকারী নাম প্রসেনজিৎ মণ্ডল, উত্তর ২৪ পরগনার হালদারপাড়া বাসিন্দ। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে প্রসেনজিৎ জানায় বাংলাদেশের থেকে এই সোনা নিয়ে আসছিল সে। সোনা পাচার করার জন্য ৫০০ টাকা পারিশ্রমিকও পেত বলে জানায়। সোনার বিস্কুটগুলি ও পাচারকারীকে শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এক বৃদ্ধাকে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জানগর গ্রামে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সালেহা বিবি (৬০) নামে ওই গৃহবধূকে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ দু'জনকে আটক করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা-হাবড়া রোডের ধারে মির্জানগর গ্রামে সালেহার দোতলা বাড়ি। স্বামীর নাম খোকন কেল্লা। সালেহা খোকনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দোতলা বাড়ির উপর তোলা ভাড়া দেওয়া। নিচের তলায় থাকেন সালেহারা। বাড়ির সঙ্গে একটি মুদিখানার দোকান আছে। সালেহার দোতলা বাড়ির উপর তলায় ভাড়া থাকেন বুলবুল বিবি। তিনি বলেন, তখন চারটে বাজে, আমি দোকানে মুদিখানার মাল নিতে আসি। দরজার কাছে এসে অনেক ডাকাডাকি করি। কিন্তু কোনও সাড়া দেয়নি। শুধু একটা গোঙানির শব্দ পাই। পরে দরজা খুলতেই দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন সালেহা। সালেহার চিৎকারে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। তারাই সালেহাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাকে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে মাথায় ও গলায় ধারালো অস্ত্রের দাগ আছে। কে বা কারা গৃহবধূকে খুনের চেষ্টা করেছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সময় স্বামী খোকন কেল্লা বাড়িতে ছিলেন না। খোকন বলেন, বাড়িতে এসে ঘটনার কথা শুনি। কে বা কারা আমার স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা করেছিল তা পুলিশ তদন্ত করে বের করুক।

২৭ কেজি ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন পুজোর্চনা উপলক্ষ্যে সোমবার সকালে খড়গপুরের ওল্ড সেটেলমেন্ট এলাকায় বালাজির মন্দিরে তিন ফুটের প্রদীপে ২৭ কেজি ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এই উৎসবের মাঝে তৃণমূল সম্প্রীতি রক্ষার পদযাত্রার আয়োজন করে। তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা সকলেই ভারতবাসী সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আসুন আমরা এই উৎসবে সামিল হই। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন বিজেপি সাংসদ। এদিন খড়গপুরের গোলবাজার রাম মন্দিরে পুজো দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির

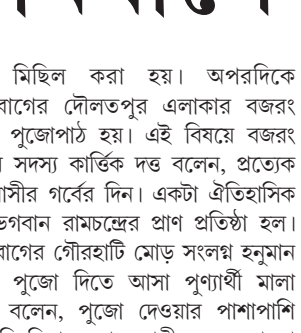

মুখপাত্র ভারতী ঘোষ। রাম মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর কীর্তনে যোগদেন। পুজো দেওয়ার পর একাধিক প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। তৃণমূলের সংহতি যাত্রা নিয়েও কটাক্ষ করেন ভারতী।

রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে শোভাযাত্রা, পুজো পানাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে পানাগড় বাজারেও একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড়ে রাম নবমী মহোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার সকালে মহা যজ্ঞের ও রামের পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শুরুর আগে এদিন সকালে পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় থেকে কয়েকশো বাইক নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের হয়।

এদিন শোভাযাত্রা পানাগড়ের রণডিহা মোড় থেকে বেরিয়ে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় হয়ে সমগ্র পানাগড় বাজার প্রদক্ষিণ করে রেলপাড় হয়ে পুনরায় পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও এদিন রামের পুজোর পাশাপাশি মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে কয়েক কেজি ঘি পুড়িয়ে মহাযজ্ঞ করা হয়।

এছাড়াও নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মীয় পাঠ করেন মহিলারা। এদিন সন্ধ্যা থেকে গোটা পানাগড় বাজার আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি আতশবাজির মাধ্যমে আনন্দে মেতে ওঠেন পানাগড়ের মানুষ।

মালদায় সংহতি যাত্রা করলেন রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতোই মালদায় সংহতি যাত্রা করলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সোমবার বিকেলে মালদার মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মোথাবাড়ির স্ট্যান্ডের কাছে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকেই এই পদযাত্রায় সামিল হন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ শেখ, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান সহ স্থানীয় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ভারতবর্ষের সংবিধান সর্বধর্ম মানুষের জন্য। কিন্তু কোনো একটা অশুভ শক্তি, একটা দল মাথাচারা দিয়ে উঠেছে এই সর্বধর্মকে ভেঙে দেওয়ার জন্য। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্প্রীতির সংস্কৃতি। কিন্তু কেউ যদি একটি ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করার চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই প্রতিবাদ জানাবেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে সর্বধর্ম নির্বিশেষে এই সংহতি যাত্রার করা হয়েছে।

পাচারকারী সন্দেহে ২ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলাদেশি পাচারকারী সন্দেহে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গাঙ্গুলিয়া গ্রামে। পরে বিএসএফের পক্ষ থেকে ওই দু'জনকে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম মহম্মদ আব্বাস আলি এবং মহম্মদ সাহেব। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের দুয়ারপুর কমলডাঙা এলাকায়। রবিবার ওই দুই বাংলাদেশি বিএসএফের চোখে ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে এপারে চলে আসে। সীমান্তেই তাদের সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখেই আটক করে বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ানরা। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বাংলাদেশের বাসিন্দা হিসাবেই জানতে পারা যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শীতে কুয়াশার দাপটকে কাজে লাগিয়েই ওই দুই বাংলাদেশি গরু পাচারের পরিকল্পনা করে এপার সীমান্তে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল। ধৃতদের সোমবার মালদা আদালতে পেশ করেছে বামনগোলা থানার পুলিশ।

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে উদ্দীপনা চ্যাংরাবান্ধায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অযোধ্যা: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেমন সাজো সাজো রব তেমনি ইন্দো কোচবিহারের বাংলা সীমান্তের চ্যাংরাবান্ধাতেও এই উদ্বোধন ঘিরে উদ্দীপনা চরমে। চ্যাংরাবান্ধা বাজারের বিভিন্ন দোকানে রাম লালার ছবি সম্বলিত টি-শার্ট, কপালে বাঁধার গৈরিক ব্যান্ড, হাতের ব্যান্ড, রামের ছবি সম্বলিত পতাকা, মঙ্গলঘট, প্রদীপ বিক্রি হয়েছে দেদার। চ্যাংরাবান্ধা বাজারের ব্যবসায়ীর কথায়, 'বিগত দুই দিন থেকেই গৈরিক পতাকা সহ ভগবান রামের ছবি সবকিছুর বিক্রি মোটামুটি ভালোই চলছে। তবে রবিবারের বিক্রি সর্বাধিক। এদিকে বাজারের ভিড় ছাড়াও চ্যাংরাবান্ধা রামনবমী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে সোমবার সারাদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। চ্যাংরাবান্ধার ভিআইপি মোড়ের কাছে নির্মীয়মাণ হনুমান মন্দির চত্বরে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। তারপর সমগ্র চ্যাংরাবান্ধা জুড়ে বিশাল শোভাযাত্রা হনুমান মন্দির থেকে শুরু হয়। পরবর্তীতে সারাদিন ধর্মীয় ভজন চলবে। সন্ধ্যায় বিশেষ সংকীর্তন ও এলাকাবাসীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

তৃণমূলের সংহতি যাত্রায় সম্প্রীতি বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: সোমবার উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের দিন পশ্চিমবাংলায় রাজ্যজুড়ে সংহতি যাত্রা মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে খনি অঞ্চলের অণ্ডাল ব্লকের মিছিলটি হয় উখড়ায়। সোমবার বিকেলে মিছিলের সূচনা হয় আনন্দ মোড় থেকে, শেষ হয় উখড়া স্কুল মোড়ে । সেখানে দলের পক্ষ থেকে একটি সভা হয়।

অনুষ্ঠিত হল এইচএম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এইচএম ক্যান্টিন মাঠে অনুষ্ঠিত হল এইচএম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস। অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পয়মন্তি বৈশ্য এবং বিশিষ্ট পর্বতারোহী মলয় মুখার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, শিক্ষা অধিকর্তা নীতু চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও রেক্টর সুদীপ্তা বোস, এইচএম এডুকেশন ট্রাস্টের কর্ণধার উত্তম বোস, প্রধান শিক্ষিকা সোনিতা রায় ও সহ প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং। প্রতিযোগিতার সূচনা হয় বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের মধ্য দিয়ে। তালে তাল মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পদচারণা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কসরত ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রধান শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার কথা তুলে ধরেন। দীপেন্দু বিশ্বাস খেলাধুলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে, প্রতিযোগিতা থেকে তাঁরাও বাদ যাননি। তাঁদেরও অদম্য উৎসাহ ছিল দেখার মতো। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি একটি সার্থক রূপ লাভ করে।

গয়েরকাটায় পরপর তিনটি মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, গয়েরকাটা: জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার অন্তর্গত গয়েরকাটায় পরপর তিনটি মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটল। রবিবার রাতে এই চুরির ঘটনাটি ঘটে। সোমবার সকাল বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গেছে, গায়েরকাটার আম্বাডিপা এলাকায় মারোয়াড়ি সমাজের একটি মন্দির দিগম্বর জৈন চৈতালয় থেকে অষ্টধাতুর তৈরি দুটি মূর্তি চুরি করে দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে চুরি হয় মন্দিরের ঘণ্টা। অন্যদিকে, গয়েরকাটার কোংগার নগর এলাকার বাসিন্দা রাজু বর্ধনের বাড়ি থেকে চুরি যায় কালী মূর্তির বিভিন্ন গয়না, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি মূর্তি। গয়েরকাটা শ্মশান ঘাট কালী মন্দির থেকে চুরি যায় একটি ঘণ্টা। একসঙ্গে তিনটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

‘মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর সব থেকে ভাগ্যবান মানুষ’

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি: তাঁর গড়া মূর্তিতেই প্রাণ পেল ছোট্ট রামলালা। কর্নাটকের শিল্পী অরুণ যোগীরাজের নির্মিত রামলালার মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অযোধ্যার রাম মন্দিরে। সোমবার রাম মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে সেই বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর নিজেকে পৃথিবীর সৌভাগ্যবান বলে মনে করছেন অরুণ যোগীরাজ।

সেই প্রখ্যাত ভাস্কর অরুণ যোগীরাজ এ দিন অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর গলায় ছিল শ্রীরাম লেখা গেরুয়া রঙা উত্তরীয়। নিজের উপলব্ধি প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, ‘আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি পৃথিবীর সব থেকে ভাগ্যবান মানুষ।’ একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘আমার পূর্বপুরুষ, পরিবারের সদস্য এবং প্রভু রামের আশীর্বাদ সব সময় আমার সঙ্গে রয়েছে। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয় আমি এক স্বপ্নের জগতে রয়েছি।’ অযোধ্যার গর্ভগৃহে রামলালার কোন মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে, তা নিয়ে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের শীর্ষ পদাধিকারীদের মধ্যে একটি ভোটাভুটি হয়। তিনটি মূর্তির মধ্যে কৃষ্ণশিলায় তৈরি যোগীরাজের মূর্তিটিকে বেছে নেওয়া হয়। ৫১ ইঞ্চি উচ্চতার এই মূর্তিটি শিশু রামের আদলে বানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাঁচ বছরের রামলালা একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কর্নাটকের মহীশূরের বাসিন্দা অরুণ যোগীরাজ বর্তমানে দেশের প্রখ্যাত ভাস্কর। খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি মূর্তি নির্মাণ করেন। তিনি বরাবরই কাজের ব্যাপারে একনিষ্ঠ। এর আগে কেদারনাথের আদি শঙ্করাচার্য এবং দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে ৩০ ফুটের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিটিও তিনি তৈরি করেছিলেন। এবার তাঁর আরেক স্থাপত্য বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হল।

মনে হচ্ছে ত্রেতা যুগে ফিরে গিয়েছি: যোগী আদিত্যনাথ

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি: মনে হচ্ছে ত্রেতা যুগে ফিরে গিয়েছি। সোমবার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর রাম আবেগে ভাসতে দেখা গেল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। রামলালার অভিষেক উপলক্ষে এদিন অযোধ্যায় আগমন হয়েছিল দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট অতিথির। সকল অতিথিকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অযোধ্যার রাম মন্দির থেকে জনগণের উদ্দেশে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘আজ সবার মনে রামের নাম, গোটা দেশ রামময় হয়ে উঠেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘সম্ভবত বিশ্বের আর কোনও দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তাদের ঈশ্বরের জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য এত সংগ্রাম করতে হয়নি। আজ, সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের সংগ্রামের পর, সেই শুভ মুহূর্ত এসেছে। ভগবান রামের মন্দির সেই জায়গাতেই তৈরি হয়েছে, যেখানে আমরা তা নির্মাণের সংকল্প করেছিলাম। এই জন্য, আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মন্দির নির্মাণে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।’

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজ আমরা গর্ভগৃহে রামলালার অতিপ্রাকৃত রূপ দেখেছি। যে কারিগর রামের এই রূপ তৈরি করেছেন, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের মনে রামের যে রূপ ছিল, সেই রূপই তিনি এই মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রী রাম জন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণে যারা অবদান রেখেছেন, তাঁরা ধন্য, তাঁরা মহান। আজ সবাই অযোধ্যায় আসতে চাইছে। দেখে মনে হচ্ছে আজ যেন অযোধ্যায় ত্রেতাযুগের মহিমা নেমে এসেছে।’

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘অযোধ্যায় শুধু মন্দির নয়, বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে। অযোধ্যায় ৪ লেনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সরায়ু নদীতে ব্রুজ চলছে। এই সব আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব হত না।’তিনি আরও বলেন, ‘আজ উত্তর প্রদেশের ডাবল ইঞ্জিন সরকার অযোধ্যায় উন্নয়নের অনেক কাজ করছে। এই শহরকেও সৌর নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এটা শুধু শহর বা তীর্থযাত্রার বিজয় নয়, এটা ভারতের সত্যমেব জয়তে-এর ছবি। এটা জনগণের আস্থার জয়।’

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, ‘এখন অযোধ্যার গলিতে আর গুলি চলবে না। বদলে গলিতে গলিতে মানুষ রাম ভজন গাইবে। অযোধ্যায় আসতে কাউকে বাধা দেওয়া হবে না। অযোধ্যা-সহ সারা দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।’

বিলকিসের ১১ গণধর্ষকের গোধরা জেলে আত্মসমর্পণ

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি: আত্মসমর্পণের জন্য বাড়তি সময় চেয়েছিলেন গুজরাত হিংসায় খুন এবং গণধর্ষণকাণ্ডের অপরাধীরা। সুপ্রিম কোর্টে সেই আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। ধর্ষকদের দু’দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। রবিবার রাতে আত্মসমর্পণ করে ১১ জনই। গুজরাতের পঞ্চমহল জেলায় গোধরা সাব-জেলে গিয়ে ধরা দিয়েছেন তারা।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ দু’টি ব্যক্তিগত গাড়িতে করে গোধরা জেলের সামনে উপস্থিত হন বিলকিস বানো মামলার ১১ অপরাধী। রবিবারই শেষ হয় তাদের আত্মসমর্পণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা।

বিলকিসকাণ্ডের ১১ জনকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাত সরকার। গত ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট জানায়, গুজরাত সরকারের ওই সিদ্ধান্ত এক্তিয়ার-বহির্ভূত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের পর্যবেক্ষণ ছিল, জালিয়াতি করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারই ছিল না গুজরাত সরকারের। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় যে, খুন এবং ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১১ জনকেই দু’সপ্তাহের মধ্যে জেলে ফিরে যেতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁদের।

এর পরেই অপরাধীদের কয়েক জন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে জানান, আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া হোক। কেউ জানান, তিনি অসুস্থ। কেউ আবার ছেলের বিয়ের কারণ দেখান। একজন শীতে ফসল কাটতে যাবেন বলেও জানিয়েছিলেন আদালতে। অপরাধীদের সেই আর্জি খারিজ করে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও বাড়তি সময় দেওয়া হবে না তাঁদের। নির্ধারিত দিনেই তাঁদের জেলে ফিরতে হবে।

২০২২ সালের ১৫ অগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে খুন এবং গণধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে জেলে ‘ভাল আচরণ’ করার যুক্তি দিয়ে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ওই অপরাধীরা। বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করে। এর পরই ১১ জনকে ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায় আদালত। সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্রও মিলেছিল। পরে শীর্ষ আদালত জানায়, মুক্তির সিদ্ধান্ত গুজরাত সরকার নিতে পারে না। তাই মুক্তি বাতিল হয়।

হাউথি অভিযানে নিখোঁজ হওয়া ২ মার্কিন কমান্ডোকে মৃত ঘোষণা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২২ জানুয়ারি: হাউথিদের বিরুদ্ধে গোপন অভিযান গিয়ে মৃত্যু হয়েছে মার্কিন নৌসেনার নিখোঁজ দুই নেভি সিলস কমান্ডোর। অবশেষে জানাল মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম। বিশেষ ওই অভিযানে গিয়ে সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। কয়েকদিন ধরেই তাঁদের অবস্থানের হদিশ মিলছিল না। অবশেষে থামল ১০ দিনের লড়াই। নিখোঁজ দু’জনকে মৃত ঘোষণা করল মার্কিন ফৌজ। এ নিয়ে সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে সেন্টকমের তরফে জানানো হয়েছে, ‘গত ১১ জানুয়ারি থেকে দুই নেভি সিলস কমান্ডোর নিখোঁজ ছিলেন। তাঁদের খুঁজতে সমুদ্রে চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছিল। সমুদ্র তোলপাড় করে আমেরিকা, জাপান ও স্পেনের ফৌজ তাঁদের খুঁজতে অভিযান শুরু করেছিল। প্রায় ২১ হাজার স্কোয়ার মাইল তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ফ্লিট নিউমেরিক্যাল মেটিওরোলজি এবং ওশানোগ্রাফি সেন্টারও আমাদের নিখোঁজ সঙ্গীদের খুঁজতে সাহায্য করেছিল। এই মুহূর্তে এর বেশি তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। ওই দুই কমান্ডোর পরিবারের জন্য আমাদের সমবেদনা রইল।’

উল্লেখ্য, মাস দুয়েক ধরে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে লোহিত সাগর। সেখানে পণ্যবাহী জাহাজগুলোতে হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হাউথিরা। ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করছে আমেরিকা। গত ১১ জানুয়ারি ইয়েমেনে হাউথিদের ঘাঁটিতে হামলাও চালিয়েছিল ব্রিটেন ও আমেরিকা। এই প্রেক্ষাপটে হাউথিদের অস্ত্রভাণ্ডার খুঁজে বের করতে গোপন অভিযান শুরু করেছে মার্কিন নৌবাহিনী। মিশনের অন্তর্গত গত ১১ জানুয়ারি আরব সাগরে নোঙর করে মার্কিন রণতরী। সোমালিয়া উপকূলে থাকা জাহাজটি থেকে অভিযান শুরু করে মার্কিন নৌসেনার নেভি সিলস। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় নজরদারির পাশাপাশি হাউথিদের অস্ত্রভাণ্ডার খুঁজে বের করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল নেভি সিলস কমান্ডোদের। ওই অঞ্চলে তল্লাশির পর হাউথিদের বড়সড় অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ পায় তারা। বাজেয়াপ্ত করা হয় সেই সমরাস্ত্র। সেগুলোর মধ্যে ছিল, ইরানে তৈরি ব্যালিস্টিক মিসাইলের অংশ, ক্রুজ মিসাইল, জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র-সহ একাধিক অস্ত্রশস্ত্র। এই হাতিয়ারগুলো দিয়েই হাউথিরা লোহিত সাগরে হামলা চালাত বলে অভিযোগ। সেই অভিযানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান ২ মার্কিন কমান্ডো। তাঁদের উদ্ধার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছিল সেন্টকম।

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা আমাদের দায়িত্ব: মোহন ভাগবত

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি: অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত। এবার রাম রাজ্য আসছে। এই অবস্থায় দেশের সকলকে বিবাদ পরিহার করার পরামর্শ দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। সোমবার, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভাগবত জানান, রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি একাই তপস্যা করেছেন। এবার, রামরাজ্য আনার জন্য সকলকে তা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতের আত্ম-অহংকার ফিরে এসেছে। ভাগবত আরও জানান, এদিনের অনুষ্ঠানটি এক নতুন ভারতের প্রতীক। যে ভারত বিপর্যয়ের সময় মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং সমগ্র বিশ্বকে মুক্তি দেবে।

মোহন ভাগবত বলেন, ‘আজ রাম লালা ৫০০ বছর পর অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় আমরা আজ এই সোনালী দিন দেখতে পাচ্ছি। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আজ দেশের প্রতিটি এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ বিরাজ করছে। যারা এই দিনটি সম্ভব করেছেন তাদের ত্যাগের কথা আমরা ভুলতে পারি না। আমাদের এখন অনেক বড় দায়িত্ব। আমাদের সব বিবাদের অবসান ঘটাতে হবে। এখন দেশে রামরাজ্য আনতে হবে।’ মোহন ভাগবত আরও বলেন, ‘অযোধ্যায় ভগবান রামের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হৃত গৌরবও ফিরে এল। এটা এক নতুন ভারতের উত্থান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুদ্ধ হওয়ার জন্য সন্ন্যাসীর মতো উপবাস করেছেন। তিনি রামের পথে চলেছেন। এটা এক নতুন ভারতের সূচনা চিহ্নিত করল।’ তিনি বলেন, ‘আমি নরেন্দ্র মোদিকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি। উনি তপস্বী। তাঁর তপস্যাতেই রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু, তিনি তো তপস্যা করলেন, আমরা কী করব? প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর কাজ শেষ করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে ভূমি ধস, প্রাণ হারালেন ৪৭ জন

বেজিং, ২২ জানুয়ারি: ভয়ংকর ধস নামল চিনে। বেজিংয়ের ইউনান পার্বত্য অঞ্চলে ধসের কবলে মাটির নিচে চাপা পড়লেন অন্তত ৪৭ জন মানুষ। উদ্ধার করা হয় পাঁচ শতাধিক মানুষকে। টাংফাং শহরের কাছেই অবস্থিত লিয়াংশুই গ্রামে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাকভোরে আচমকাই নামে ধস। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন উদ্ধারকারীরা। ১৮টি বাড়িতে চালানো হয়েছে উদ্ধারকাজ। তবে শেষ পাওয়া খবর থেকে জানা গিয়েছে, এখনও কোনও মৃত্যু কিংবা চোট আঘাতের কথা জানা যায়নি। ঠিক কী কারণে নামল ধস, তা এখনও জানা যায়নি। তবে যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এলাকায় বরফের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগেই ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল চিন। তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িঘর। প্রকৃতির এই ভয়ানক রোষে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৪৯ জনের মৃত্যু হয় বলে খবর পাওয়া যায়।

অযোধ্যার পাশাপাশি রাম বন্দনায় মেতে উঠল উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো

মেক্সিকো, ২২ জানুয়ারি: অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে রামলালার। গোটা দেশের পাশাপাশি রঘুবীরের আবেগ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। সিডনি থেকে লন্ডন, প্যারিস থেকে টরন্টো, রাম-জোয়ারে ভাসছে বিদেশবিভুঁই। এবার নিজের জন্মভূমির পাশাপাশি প্রভু রাম বিরাজমান হলেন মার্কিন মুলুকেও। মেক্সিকোয় প্রতিষ্ঠা লাভ করল প্রথম রামমন্দির। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন মার্কিন পুরোহিত।

সোমবার রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে রবিবার রাম বন্দনায় মেতে ওঠে উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো। সেখানে কুয়েরতারো শহরে তৈরি করা হয়েছে প্রথম রামমন্দির। এদিন এই পবিত্রস্থানেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় প্রভু রামের। ওই শুভ মুহূর্তে গোটা উপসনাস্থলটি সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের স্তোত্রপাঠ ও গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। পুরো অনুষ্ঠানটি মার্কিন পুরোহিত ও মেক্সিকান সঞ্চালকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। জানা গিয়েছে, ওই মন্দিরের তিনটি মূর্তি ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে মেক্সিকোর ভারতীয় দূতাবাস। রামমন্দির নির্মাণের খবর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়ে লেখা হয়েছে, ‘মেক্সিকোয় প্রথম রামমন্দির তৈরি হয়েছে! অযোধ্যায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আবহে কুয়েরতারো প্রভু রামের উপসনাস্থল পেল। মেক্সিকোর প্রথম হনুমান মন্দিরও কুয়েরতারোতে আছে। এই মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন মার্কিন পুরোহিত। ভারত থেকে মূর্তিগুলো আনা হয়েছে। প্রবাসী ভারতীয়দের গান ও স্তোত্রপাঠে মন্দিরটি এক অদ্ভুত ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।’ এছাড়াও নবনির্মিত রামমন্দিরের নানা ছবিও ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। পরে মন্দিরটি উদ্বোধন করে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, সোমবার ২২ জানুয়ারি, সরযূ তটে ভক্তি ও আবেগের সঙ্গম হয়। দুপুর ১২টা ৪৮ মিনিটে ৮৪ সেকেন্ডের মাহেন্দ্রক্ষণে মন্ত্রোচ্চারণে প্রধান যজমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে প্রাণ পায় শিশু রাম। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবত। উৎসবের অযোধ্যায় এক হয়ে যায় রাজনীতি থেকে শিল্প ও বিনোদন জগৎ।

নয়ডায় গাড়িতে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু চালকের

নয়ডা, ২২ জানুয়ারি: গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে অঘটন। ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চলন্ত গাড়ি। তার মধ্যেই জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হল চালকের। সোমবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার সেক্টর ৫৯ মেট্রো স্টেশনে।

সোমবার সকালে একটি দামি গাড়ি নয়ডার সেক্টর ৫৯ মেট্রো স্টেশন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটি ‘ইউ-টার্ন’ নেওয়ার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, চালক গাড়ি ঘোরানোর সময় ডিভাইডারে ধাক্কা মারেন। সেই সংঘর্ষে গাড়িটিতে আগুন জ্বলে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পুরো গাড়িটি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। পথচলতি মানুষরা চমকে ওঠেন। খবর যায় পুলিশের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। উদ্ধার করা হয় গাড়িচালককে। কিন্তু ততক্ষণে তিনি আর বেঁচে নেই। পুলিশ জানিয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই গাড়িটিতে চালক ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কী ভাবে আগুন লাগল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, দেহ উদ্ধারের পর তা ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া ওই দেহটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এই দুর্ঘটনার ফলে রাস্তায় অনেক ক্ষণ যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

NIT Memo No.: N.I.T. 43/ E.O./ Bishnupur-II Dated 19/01/2024
Tender is hereby invited for (46 no works respectively under Pathashree/ Rastashree Fund) from Bonafide and resourceful contractors having 40% credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply.
Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.
Sd/- Block Development Officer, Bishnupur-II Development Block South 24 Parganas

NOTICE
e-Tender are invited for execution of different scheme under Soil Conservation wings of vide NIT reference **No. NIT No. 7(e)/ DDASC/2023-24 IST Call. Dated 16/01/2024, and NIQ-05/2023-24 Dt. 22/01/2024, 04/2023-24 Dt. 22-01-2024** in the district Purulia. For details please visit **https://wbtenders.gov.in https://purulia.gov.in**
Sd/- Deputy Director of Agriculture (SC), KRVP, Purulia

Office of the Radharghat-II Gram Panchayat
Muktarpur : Berhampore : Murshidabad.
NOTICE INVITING e-TENDER NO-16/R-II G.P/2023-24 Dated: 22/01/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-II G.P, Berhampore, MSD. for Civil works up to **05.02.2024. Time: 15.00 hours.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan, RADHARGHAT-II Gram Muktarpur, Berhampore

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Rishra Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Bamunari, P.S.: Dankuni, Dist.- Hooghly, PIN- 712250
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the experienced and resourceful bidders of proper credentials in similar nature of single work for execution of the work(s) mentioned Tender ID as follow:-
NIT No.: 018/e-NIT/RIS/2023-24 (Sl.- 01), Date: 19.01.2024
Documents Download & Bid Submission Start Date: **23.01.2024 at 09:00 AM.** Bid Submission Close Date: **31.01.2024 at 09:00 AM.** Opening Date for Technical Bid: **02.02.2024 at 09:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/- Prodhan, Rishra Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat, Barrackpore-II Block, North 24 Parganas
NIT NOS - 2024_ZPHD_648151_1. 2024_ZPHD_648247_1 Dated- 17/01/2024. www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan, Mohanpur Gram Panchayet

e-NIQ No. SFDC/MD/NIQ-04 (e)/2023-24
SFDC Ltd. Invites quotation for the work “Supply and Installation of Computer, Scanner, Work Station, A0 Plotter, Monitor, Projector, UPS at Fisheries Mapping Project Unit, Tank No.17, Salt Lake, Sector- IV, Kol-98”
Last date of (online) bid submission on 07/02/2024 upto 4.00 p.m. and date of opening technical bid on 09/02/2024 at 4.00 p.m.
For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

Gobindapur Gram Panchayat
Hatgobindapur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: GGP/41 & NIT No.: GGP/e-NIT-09/2023-24 (Sl.-1-5), ii) Memo No.: GGP/42 & NIT No.: GGP/e-NIT-10/2023-24 (Sl.-1-5) & iii) GGP/43 & NIT No.: GGP/e-NIT-11/2023-24 (Sl.-1-8), Date: 22.01.2024.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **22.01.2024 from 18:00 Hrs (NIT-09) & 23.01.2024 from 10:00 Hrs (NIT-10 & 11).** Bid Submission Closing Date: **02.02.2024 up to 15:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **05.02.2024 at 10:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/- Pradhan, Gobindapur GramPanchayat

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- **Water Body Rejuvenation Including Bank Protection Work in Ward No.-04 under AMRUT 2.0 as per N.I.T. no. : WBMAD/ GHATAL/NIT-16e/2023-24, Date: 22.01.2024, Tender ID: 2024_MAD_652044_1.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/- Chairman, Ghatal Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৪৯, তারিখঃ ১৮.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, এস অ্যান্ড টি, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **‘ই’-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩১/২৩-২৪/ আরআরএসকে। স্থানসহ কাজের নামঃ** এসটিই/আরএইচএ-র আওতাধীনে ট্র্যাক সংস্কারের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১২,৭২,০৫৬.৮৬। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ২৫,৫০০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ০৫.০২.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ১৯.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখঃ** ১৯.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in** -এ। **যে নথিসমূহ দাখিল করতে হবেঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে।
SDAH-353/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SIMLAPAL GRAM PANCHAYAT
PO- Simlapal, DIST.- BANKURA
e-NIT No-12 /SGP/2023-24 Vide memo no Sim/005 dated 06.01.2024 NIT No-13/SGP/ 2023-24 and Sim/006 dated 06.01.2024
It is here invited E-tender and Tender by the Pradhan, **Simlapal Gram Panchayat** for the schemes **under 5th SFC** and **15th CFC fund** (Last date of dropping **23.01.2024 at 11 AM**) will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/ bankura.gov.in**
Pradhan, Simlapal Gram Panchayat.

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under GP area. NIT details given below:- **1. 321/DD-1, Date: 19.01.2024, (Sl.- 1-4), 2. 322/DD-1, Date: 19.01.2024, (Sl.- 1-2), 3. 323/DD-1, Date: 19.01.2024, (Sl.- 1), 4. 324/DD-1, Date: 19.01.2024, (Sl.- 1-4), 5. 325/DD-1, Date: 19.01.2024, (Sl.- 1-7).** Date of Publish of Tender: **22.01.2024 from 11.00 AM.** Last Date of Submit: **01.02.2024 upto 09.00 AM.** Date of Opening of Tender: **05.02.2024 at 10.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & ndersigned GP Office.
Sd/- Prodhan, Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-213 to 216/23-24 Dt. 22-01-2024 & Extention of Time for NIeT-180/23-24 (Gr.- 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,18,19)
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at North 24 PGS and Murshidabad. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **23-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT & submission of Extended bid for Coochbehar of **NIeT-180/23-24 of Gr- 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13, 14,15, 16, 18, 19 upto 29-01-2024 until 3:00 pm.**
Date: 22.01.2024 Sd/- Executive Engiueer

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 222, KOLKATA, TUESDAY, 23 JANUARY 2024, PAGE 8

অযোধ্যা না গিয়েও রামলালার ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’র দিনে ‘হাজির’ কোহলি, রোহিত, ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিন জনেই। কিন্তু রামলালার ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’য় কেউ যাননি। তা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের দিনে হাজির তিন জনেই। সৌজন্যে প্রযুক্তি। রামমন্দিরে রামলালার ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’র সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনি।

সোমবার রামমন্দিরে রামলালার ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই অনুষ্ঠানে অনেক ক্রিকেটারকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম সারির ক্রিকেটারেরা কেউই আসেননি। তবে এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দেখানো হয়েছে, রামমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কোহলি, রোহিত এবং ধোনি। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, তকোহলি, রোহিত, ধোনি এবং রাজকীয় রামমন্দির। ক্রিকেট এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি একটি দর্শনীয় উৎসর্গ।দ

এ দিন রামমন্দিরের উদ্বোধন এবং রামলালার বিগ্রহে ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’ সম্পন্ন হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। তিনিই ছিলেন অনুষ্ঠানের ‘প্রধান যজমান’। তাঁর সঙ্গে গর্ভগৃহে ছিলেন মোহন ভাগবত, যোগী আদিত্যনাথ এবং অন্যান্যরা। মন্দির চত্বরে ১১ দিনের উপবাস ভঙ্গ করেন প্রধানমন্ত্রী।

রামমন্দিরের উদ্বোধনে অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারকেই হাজির থাকতে দেখা গিয়েছে। আগের দিনই চলে গিয়েছিলেন অনিল কুম্বলে, বেঙ্কটেশ প্রসাদেরা। সোমবার যান সচিন তেন্ডুলকরও। এখনকার ক্রিকেটারদের মধ্যে হাজির ছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা।

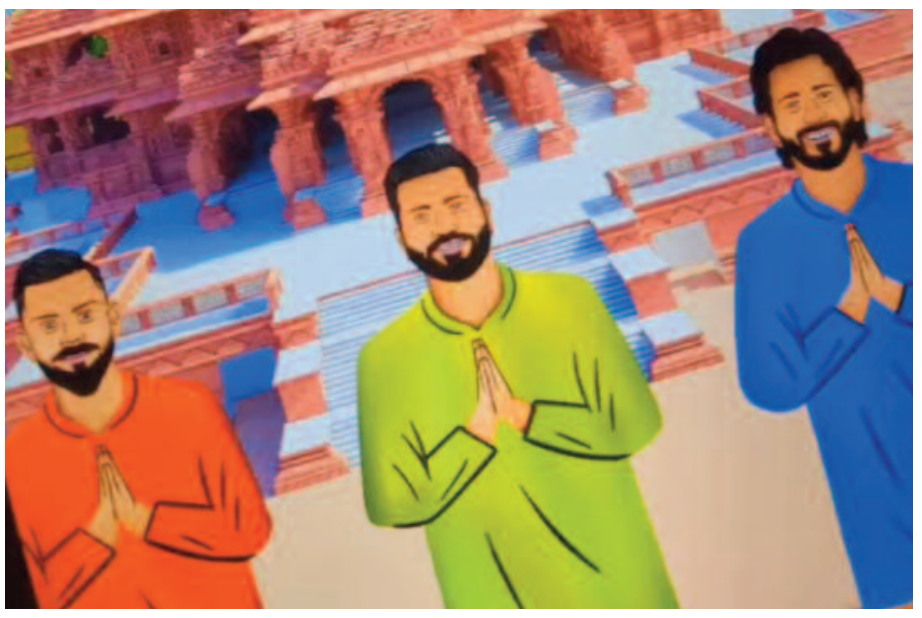

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্ট খেলবেন না কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলবেন না বিরাট কোহলি। সোমবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই জানিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন এই তারকা ব্যাটসম্যান। এর আগে গতকাল ব্যক্তিগত কারণে ভারত সফরের ইংল্যান্ড দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন হ্যারি ব্রুক।

বিসিসিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন কোহলি খেলবেন না সেটি, ‘বিরাট অধিনায়ক রোহিত শর্মা, টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটাকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দেন। কিন্তু এখন ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে তাঁর উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকায় এই সিদ্ধান্ত।’

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেললেও ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ছিলেন না কোহলি। তবে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ খেলেছিলেন এই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান।

প্রথম দুই টেস্টে ৪ নম্বরে কোহলির জায়গা কে নেবেন, সেটি একটি প্রশ্ন। শ্রেয়াস আইয়ার ও শুবমান গিল আছেন, আছেন লোকেশ রাহুলও। রাহুল সম্ভবত শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই খেলবেন।

ভারত ও ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি, ভেন্যু হায়দরাবাদ।

ইংল্যান্ডের আছে বাজবল, ভারতের বিরাটবল: সানি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘বাজবল’ শুধু ব্যাট হাতে দ্রুত রান তোলা নয়। দলের ক্রিকেটারদের আক্রমণাত্মক মানসিকতা ধারণও এর অংশ। ইংল্যান্ডের বর্তমান টেস্ট দল তেমনটাই করার চেষ্টা করছে। আগামী বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ভারত,ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের সিরিজ।

ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন সিরিজে ভারতকে ফেবারিট বললেও ইংল্যান্ডের বাজবলের শক্তি আছে বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার বাজবলের বিপক্ষেই ‘বিরাটবল’কে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

‘বিরাটবল’ শব্দটি আগে শোনা যায়নি। ইংল্যান্ডের বাজবল মোকাবিলার জন্য বিরাট কোহলির যে পুরোপুরি সামর্থ্য আছে, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন গাভাস্কার। স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, ‘বিরাট কোহলির শতক ও অর্ধশতের সংখ্যা একই। অর্থাৎ কোহলির ইনিংসকে পরিণত করার হার ভালো। যেভাবে ও ব্যাট করছে, যে ফর্মে আছে, বাজবল মোকাবিলার জন্য আমাদের বিরাটবল আছে।’

টেস্টে কোহলির শতক ২৯টি, অর্ধশতক ৩০টি। আর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০ ইনিংসে কোহলি রান করেছেন ৪২.৩৬ গড়ে। শতক ৫টি, অর্ধশতক ৯টি। এমনিতে কোহলির ক্যারিয়ার গড় ৪৯.১৫, তবে ভারতের মাটিতে এটা আরও বেশি; ৬০.০৫। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত কেমন করে, সেটা অনেকাংশেই নির্ভর করবে কোহলি কেমন করছেন তার ওপর।

ইংল্যান্ড সর্বশেষ ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ১২ বছর আগে। ২০১২ সালে ২-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ইংলিশরা। এরপর ইংল্যান্ড দুবার ভারত সফর করে জিতেছে মাত্র ১টিতে। এবার ইংল্যান্ডের সমর্থকেরা আশা করছেন বাজবল আছে বলেই।

তবে এখনো ভারতকেই এই সিরিজে ফেবারিট মানছেন নাসের হুসেইন। স্কাই স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, ‘ভারত ফেবারিট। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাজবল ক্রিকেট অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে, কৌশলে স্থির থেকেছে। আর বেন স্টোকস ও ব্রেন্ডন ম্যাককালামের রেকর্ড খুবই ভালো। তাদের সুযোগ নেই বলব না। বাজবল সফল, বিশেষ করে ঘরের মাঠে। তবে সবচেয়ে কঠিন সফর ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।’

অন্যদিকে গাভাস্কার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘ইংল্যান্ড গত এক-দুই বছরে টেস্ট ক্রিকেট খেলার নতুন কৌশল নিয়েছে। এটা আক্রমণাত্মক কৌশল, ব্যাটসম্যানরা আক্রমণ করতে চায়। পরিস্থিতির কথা না ভেবে তারা শুধু আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে চায়। আমি উন্মুখ হয়ে আছি এই কৌশল ভারতের স্পিনারদের বিপক্ষে কাজে লাগবে কি না।’

রেকর্ড গড়া ব্যাটসম্যান ডাক পেলেন অস্ট্রেলিয়ার দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের বিশ্ব রেকর্ডটি এবি ডি ভিলিয়ার্সের। ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩১ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক। আর ৫০ ওভারের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের বিশ্ব রেকর্ড জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের, যে শতকটি হয়েছে মাত্র ২৯ বলে।

২১ বছর বয়সী সেই ফ্রেজার-ম্যাগার্ক প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। আগামী মাসে হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের দলে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের বদলি করা হয়েছে তাঁকে।

২ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক আগেই। সেই দল থেকে চোটে ছিটকে গেছেন ঝাই রিচার্ডসন, আর ম্যাক্সওয়েলকে দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। দুজনের বদলি হিসেবে ডাকা হয়েছে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জাভিয়ের বার্টলেট এবং ম্যাগার্ককে।

ম্যাগার্ক গত বছরের ৮ অক্টোবর মার্শ কাপে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাসমানিয়ার বিপক্ষে মাত্র ২৯ বলে শতক স্পর্শ করেন, যা লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ডি ভিলিয়ার্সের দ্রুততম শতকের রেকর্ডটি ভেঙে দেয়। লিস্ট ‘এ’ আইসিসি স্বীকৃত ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলোর একটি। ৫০ ওভারের বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা, ওয়ানডে এবং আইসিসির ওয়ানডে মর্যাদা না পাওয়া দেশগুলোর কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচ লিস্ট ‘এ’র অন্তর্ভুক্ত।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলে ডাক পাওয়ার মুহূর্তে দুবাইয়ে আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলছিলেন ম্যাগার্ক। যেখানে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ২৫ বলে ৫৪ রানের একটি ইনিংসও খেলেছেন।

ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে মেলবোর্ন, সিডনি ও ক্যানবেরার ওয়ানডে তিনটির জন্য নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে বিশ্রাম দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টের নিয়মিত মুখ মিচেল স্টার্ক এবং জশ হ্যাজলউডও পেয়েছেন বিরতি। সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। এটি হতে যাচ্ছে ডেভিড ওয়ার্নারের অবসর-পরবর্তী অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সিরিজ।

অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মারনাস লাবুশেন, জ্যাক ফ্রেজার-মাগার্ক, ল্যান্স মরিস, ম্যাট শর্ট ও অ্যাডাম জাম্পা।

আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দলে ৪ ভারতীয়, নেই অস্ট্রেলিয়ার কেউ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক করে ২০২৩ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে আইসিসি। দলে সূর্যকুমারসহ আছেন ৪ ভারতীয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার কেউ নেই। নেই ভারত বাদে এশিয়ার অন্য কোনো দেশের ক্রিকেটারও।

ভারতের বাইরে সর্বোচ্চ দুজন জায়গা পেয়েছেন জিম্বাবুয়ে থেকে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের আছেন একজন করে। আইসিসি সহযোগী সদস্যদেশ উগান্ডারও আছেন একজন।

যে ১১ ক্রিকেটার আইসিসির বর্ষসেরা টি,টোয়েন্টি দলে জায়গা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনজন বর্ষসেরা টি,টোয়েন্টি ক্রিকেটার পুরস্কারেও মনোনীত। এরা হচ্ছেন সূর্যকুমার, নিউজিল্যান্ডের মার্ক চ্যাপম্যান এবং উগান্ডার আলপেশ রামজানি।

উগান্ডার ২৯ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার ২০২৩ সালে পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। ৩০ ম্যাচে ৪.৭৭ ইকোনমি রেটে বোলিং করে নিয়েছেন ৫৫টি উইকেট। জিম্বাবুয়ের রাজা বলে-ব্যাটে দুটিতেই ছিলেন চমৎকার ছন্দে। ১১ ইনিংসে ৫১.৫০ গড়ে ৫১৫ রানের পাশাপাশি

১৪.৮৮ গড়ে নেন ১৭ উইকেট। আর সূর্যকুমার ১৭ ইনিংসে ৪৮.৮৮ গড় ও ১৫৫.৯৬ স্ট্রাইক রেটে করেন ৭৩৩ রান। ২০২২ সালে তিনি বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হয়েছিলেন।

দুই ওপেনার হিসেবে বর্ষসেরা দলে জায়গা পাওয়া জয়সোয়াল ১৪ ইনিংসে ১৫৯ স্ট্রাইক রেটে করেন ৪৩০ রান। ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট মাত্র ৮ ইনিংসে তোলেন ৩৯৪ রান, যার মধ্যে টানা দুটি শতক আছে, ২৫ রানের কম কোনো ইনিংস নেই তাঁর।

উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে সুযোগ পাওয়া নিকোলাস পুরান ১৩ ইনিংসে ১৬৩ স্ট্রাইকে করেন ৩৮৪ রান। মিডল অর্ডারের মার্ক চ্যাপম্যান বছরজুড়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে করেন ৫৭৬ রান।

বোলারদের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের মার্ক অ্যাডাইর জায়গা করেছেন ২৬ উইকেট নিয়ে, উইকেট নিয়েছেন প্রতি ১৩ বলে একটি করে। আর আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর বোলার হিসেবে বছর শেষ করা ভারতের রবি বিষ্ণয় পুরো বছরে ৪৪ ওভার করে নেন ১৮ উইকেট।

বর্ষসেরা দলের দুই পেসার জিম্বাবুয়ের রিচার্ড এনগারাভা এবং ভারতের অর্শদীপ সিং। এনগারাভা ১৫ ম্যাচে আর অর্শদীপ ২১ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬টি করে উইকেট।

আদর্শের ব্যাটে ভারতের জয়, ছেলেকে ক্রিকেটার করতে জমি বেচে দেন কোভিডে চাকরি হারানো বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নজর কেড়েছেন ভারতীয় দলের ওপেনার আদর্শ সিংহ। বাংলাদেশের বোলারেরা প্রথম থেকেই ভারতের দুই ওপেনারকে স্লেজিং শুরু করেছিলেন। সেই ফাঁদে পা না দিয়ে ঠান্ডা মাথায় খেলেন আদর্শ। তাঁর ৭৬ রানের ইনিংস দলকে নির্ভরতা দিয়েছিল। শনিবারের ম্যাচের পর থেকে আলোচনায় উঠে এসেছেন আদর্শ। তরুণ ওপেনারের মানসিকতার প্রশংসা করেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞেরা। আদর্শের ইনিংস দেখে অনেকে বিস্মিত হলেও এমনই প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর দাদা অঙ্কিত সিংহ।

অঙ্কিত জানিয়েছেন, কোভিডকালে পরিবারের আর্থিক সঙ্কটই ভাইকে মানসিক ভাবে পরিণত করেছে। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের টানা স্লেজিং তাঁকে উদ্বিগ্ন করেনি। ভাইয়ের উপর আস্থা ছিল তাঁর। অঙ্কিত বলেছেন, ‘‘খুব খারাপ সময়ের মধ্যে গিয়েছি আমরা। আমাদের বাবা একটি গয়না তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। মাসে ২৫ হাজার টাকা বেতন পেলেন। লকডাউনের সময় বাবার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রায় একই সময় কাজ চলে যায় আমারও। পরিবারের তখন একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন আমাদের মা। তিনি অঙ্গনওয়ারি

কর্মী। তাঁর আয়ই ছিল আমাদের এক মাত্র ভরসা।’’

অঙ্কিত জানিয়েছেন, সে সময় তাঁদের দু’বেলা খাবার জুটত না ঠিক মতো। তবু ছোট ছেলের বড় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নে ধাক্কা লাগতে দেননি নরেন্দ্র কুমার সিংহ। আদর্শ যাতে ক্রিকেট চালিয়ে যেতে পারেন, তাই জমি বিক্রি করে দেন তিনি। জমি বিক্রির টাকা আদর্শের নামে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলেন। অর্থ কষ্ট সত্ত্বেও সেই টাকায় হাত দেননি। এ জন্য আত্মীয়, প্রতিবেশীদের সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল তাঁর বাবাকে।

অঙ্কিত বলেছেন, ‘‘পরিস্থিতি সামলাতে কানপুরে টিউশন পড়াতে শুরু করি। তাতে কোনওরকমে প্রয়োজনীয় খরচ চলছিল। জমি বিক্রির সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ বাবার ছিল। সব জমি বিক্রি করে আদর্শের জন্য টাকা রেখে দিয়েছিলেন। বাবা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, ভাইয়ের ক্রিকেটের যেন কোনও ক্ষতি না হয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ক্রিকেট শুরু হয়। খেলে আবার টাকা পেতে শুরু করে আদর্শ। পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়।’’ কেন সমালোচনা করেছিলেন আত্মীয়, প্রতিবেশীরা? অঙ্কিত বলেছেন, ‘‘রাজপুতানার মানুষের কাছে আত্মসম্মান খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে কেউ সাধারণত জমি বিক্রি করে না। এটা খারাপ চোখে দেখা হয়। সন্তানের পড়াশোনা বা মেয়ের বিয়ের জন্যও জমি বিক্রি করে না কেউ। আর বাবা আদর্শের ক্রিকেটের জন্য জমি বিক্রি করেছিলেন। তাই সমালোচনা হয়েছিল।’’

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শ ক্রিকেট খেলুক প্রথমে চাননি তাঁর বাবা। তিনি চাইতেন, ছোট ছেলে পড়াশোনা করে ভাল চাকরি করুক। বাবাকে রাজি করাতে শর্ত দিয়ে ক্রিকেট শুরু করেছিলেন ১৮ বছরের ব্যাটার। অঙ্কিত বলেছেন, ‘‘প্রথমে ভাইয়ের ক্রিকেট খেলায় বাবার মত ছিল না। বাবা মনে করতেন পড়াশোনা না করলে ভবিষ্যত তৈরি হবে না। অঙ্কিত এক বছর সময় চেয়ে নিয়েছিল বাবার কাছে। বলেছিল, এক বছরের মধ্যে তেমন কিছু করতে না পারলে ক্রিকেট ছেড়ে পড়াশোনায় মন দেবে। কিন্তু সেই এক বছরের মধ্যেই আদর্শ উত্তরপ্রদেশের অনূর্ধ্ব ১৪ দলে জায়গা করে নেয়। পরের বছর নেতৃত্বও পায়। আর ওকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।’’

এবার পানশালা থেকে হাসপাতালে ম্যাক্সওয়েল, বাদ পড়ার কারণ কি এটাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যালকোহল-সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গ্লেন ম্যাক্সওয়েল গত শুক্রবার অ্যাডিলেডে এক হাসপাতালে ভর্তি হন। এ ঘটনার তদন্তে নেমেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ এ বিষয়ে প্রথম জানিয়েছিল। একটি পানশালায় রক ব্যান্ড ‘সিক্স অ্যান্ড আউট’,এর গান শুনতে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানেই। নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রথম শ্রেণির সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে বানানো এই ব্যান্ডের সদস্য অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার ব্রেট লি।

ঠিক কী ঘটেছিল, তা এখনো জানা যায়নি। ম্যাক্সওয়েল সেখানে বেশিক্ষণ ছিলেন না এবং অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো মনে করছে, এ ঘটনায় অন্য কারও সংশ্লিষ্টতা নেই। বিগ ব্যাশে (বিবিএল) মেলবোর্ন স্টারসের হয়ে মৌসুম শেষ করে একটি সেলিব্রিটি গলফ ইভেন্টে অংশ নিতে অ্যাডিলেড গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

দিনের শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। সেখানে ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় দলে ডাকা হয় ৫০ ওভারের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের বিশ্ব রেকর্ডধারী জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাগার্ককে। সিএ দাবি করেছে, ম্যাক্সওয়েলকে স্কোয়াডের বাইরে রাখার সঙ্গে অ্যাডিলেডের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সিএএর বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অ্যাডিলেডে এই সপ্তাহান্তে ম্যাক্সওয়েলকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তা অবগত এবং সে বিষয়ে আরও তথ্য খোঁজা হচ্ছে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ওয়ানডে স্কোয়াডে তাকে না রাখার সঙ্গে এটার (অ্যাডিলেডের ঘটনা) সম্পর্ক নেই। বিবিএল শেষেই তার (ম্যাক্সওয়েল) ওয়ার্কলোড

ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ম্যাক্সওয়েল টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফিরবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বলা সম্ভব নয়।’

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল গত অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে আহমেদাবাদে কনকাশনে ভুগেছিলেন। একটি গলফ কার্ট থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। ২০২২ সালের শেষ দিকে এক বন্ধুর ৫০তম জন্মদিনে দৌড়ানোর সময় পা ভেঙে ফেলেন। সে সময়ে তাঁকে প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল।

এবার বিগ ব্যাশের ফাইনালে উঠতে না পারায় গত সপ্তাহে মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়কত্বও ছাড়েন ৩৫ বছর বয়সী ম্যাক্সওয়েল।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ জানিয়েছে, অ্যাডিলেডে জনপ্রিয় এই গলফ ইভেন্টে অংশ নেওয়ার আগে ম্যাক্সওয়েল স্থানীয় একটি পানশালায় ঢুকেছিলেন। সেখানে ব্রেট লির ব্যান্ড ‘সিক্স অ্যান্ড আউট’ পারফর্ম করছিল।

সেভেন নিউজ জানিয়েছে, সেখান থেকে ম্যাক্সওয়েলকে রয়্যাল অ্যাডিলেড হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ম্যাক্সওয়েল পুরো রাত হাসপাতালে ছিলেন না।

অস্ট্রেলিয়া সফররত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। ২৫ জানুয়ারি শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। এরপর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও খেলবে দুই দল, যা শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি হোবার্টে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দুবারের চ্যাম্পিয়ন আজারেঙ্কা ছিটকে গেলেন শেষ আটের আগেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্র্যান্ড স্লামে দুটি শিরোপা জিতেছেন ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা। দুটিই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে;২০১২ ও ২০১৩ সালে। নিজের সেই সেরা সময় পেরিয়ে আসা আজারেঙ্কা আজ ইউক্রেনের অবাছাই খেলোয়াড় দিয়ানা ইয়াস্ত্রেমস্কার কাছে হেরে এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেছেন।

রড লেভার অ্যারেনায় বেলারুশিয়ান তারকা আজারেঙ্কার বিপক্ষে ইয়াস্ত্রেমস্কার জয়টি ৭-৬ (৮/৬), ৬-৪ গেমে। প্রথমবারের মতো কোনো গ্র্যান্ড স্লামে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা ইউক্রেনিয়ান খেলোয়াড় সেমিফাইনালের জন্য খেলবেন চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা নোসকোভার বিপক্ষে।

আরেক ইউক্রেনিয়ান তারকা

এলিনা সভিতোলিনাকে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন নোসকোভা। চোটের কারণে অবশ্য প্রথম সেটে ৩-০,তে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় অবসর নিয়ে কোর্ট ছেড়েছেন সভিতোলিনা।

এর আগে গ্র্যান্ড স্লামে ইয়াস্ত্রেমস্কার সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৯ উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে খেলা। এবার সেই সাফল্য ছাপিয়ে যাওয়ার পর ২৩ বছর বয়সী ইউক্রেনিয়ান কন্যা বেশ উচ্ছ্বসিত, ‘আমার শ্বাস নিতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, আনন্দে আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। আমি সব সময় মনে করতাম যেন পেছনে আছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি কিছুটা হলেও লড়াকু বলেই ম্যাচটা জিতেছি।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**